গৌড়পাদাচার্য

কৃত

# আগম-শাস্ত্র

বা

## বুদ্ধোত্তর বেদান্ত

অনুবাদক

ভিক্ষু শীলাধর শাস্ত্রী

# কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

**আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!**
**জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!**

This book is scanned by Suvananda Bhante

লীয়তে হি সুষুপ্তেতং নিগৃহীতং ন লীয়তে,

তদেব নির্ভয়ং 'ব্রহ্ম' জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ। ৩। ৩৫

সুষুপ্তি অবস্থাতে মন লীন হইয়া যায় এবং নিগৃহীত অবস্থাতে মন লীন হয় না। ঐ অবস্থাকে নির্ভয় 'ব্রহ্ম' বলা হয়, যাহার চতুর্দিক জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত।

পালি অঙ্গুত্তর নিকায়ের উক্তি :—'পভস্‌সরং ইদং ভিক্‌খবে চিত্তং সংকিলিট্‌ঠং আগন্তুকে হি কিলেসেহি।' হে ভিক্ষুগণ, চিত্ত স্বভাবতঃ প্রভাস্বর, কিন্তু আগন্তুক উপক্লেশ (চিত্ত মল) দ্বারা সংক্লিষ্ট হয়।

বিজ্ঞানবাদ ইহার সর্বদা অনুকূল :—

প্রভাস্বয়ং ইদং চিত্তং প্রকৃত্যাগন্তবো মলাঃ (প্রঃ বাঃ পৃঃ ৭৩)

তেষাং অপায়ে সর্বার্থং তজ্জ্যোতিঃ অবিনশ্বরং।

চিত্ত স্বভাবতঃ প্রভাস্বর, কিন্তু আগন্তুক মলে মলিন হয়। উহাদের অপগম হইলে সর্বার্থ অবিনাশী সেই পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়।

উক্ত চিত্তের স্বরূপকে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে :—

অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং অনামকং অরূপকং,

সকৃদ্‌বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথংচন। ৩। ৩৬

যাহা অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অনামক, অরূপক, স্বয়ং প্রকাশক এবং সর্বজ্ঞ। এই অবস্থাতে কোন প্রকার উপচার সমাধি অবশিষ্ট থাকে না।

বৌদ্ধ যোগাভ্যাসে সমাধির দ্বিবিধ স্বরূপ বলা হইয়াছে—উপচার ও অর্পনা। এই উপচার স্পষ্টরূপে বৌদ্ধ যোগাভ্যাসেরই শব্দ। পরবর্তী কারিকাতেই দেখুন :—

সর্বাভিলাপবিগতঃ সর্বচিন্তাসমুত্থিতঃ,

সুপ্রশান্তঃ সকৃজ্জ্যোতিঃ সমাধির্অচলো'ভয়ঃ। ৩। ৩৭

সমস্ত অভিব্যক্তির অতীত, সকল প্রকার চিন্তনমুক্ত, সুপ্রশান্ত, স্বয়ং প্রকাশক, (একই বারে প্রকাশিত) অচল, অভয় এই সমাধি।

বৌদ্ধ যোগাভ্যাসে 'অচলা' নামক সমাধির বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আগের কারিকাতে আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে :—

গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গঃ চিন্তাযত্র নবিদ্যতে,

আত্মস্থং তদা জ্ঞানং অজাতি সমতাং গতং। ৩। ৩৮

যেখানে কোন প্রকার চিন্তন থাকে না, যেখানে কোন প্রকার বস্তুর গ্রহণ হয় না এবং কোন বস্তুর ত্যাগও হয় না, তখন চিত্ত (জ্ঞান) আত্মস্থ থাকিয়া অজন্মা (অজাতি) এবং সমতাকে প্রাপ্ত করে।

উক্ত কারিকায় 'আত্মস্থ' শব্দের যে প্রয়োগ, উহার অভিপ্রায় কোন আত্মা বিশেষে স্থিত নহে, নিজের মধ্যেই স্থিত, স্বীয় চিত্তের মধ্যে স্থিত, স্বীয় বিজ্ঞানের মধ্যেই স্থিত। বিজ্ঞানবাদীদের 'বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা-সিদ্ধি' র ঠিক একই ভাবার্থ।

দেখুন গৌড়পাদাচার্য আরও কি বলিয়াছেন :—

লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং সাময়েৎ পুনঃ,

সকশায়ং বিজানিয়াচ্ছমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। ৩। ৪৪

যখন চিত্ত লীন (তন্দ্রা) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে জাগ্রত করিয়া লও; আর যখন বিক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে শান্ত করিয়া লও; অধিকন্তু স্বীয় কষায় (চিত্তমল) কে জান। শান্ত চিত্তকে পুনঃ চঞ্চল হইতে দিওনা।

উক্ত কারিকা 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এর নিম্নোক্ত কারিকার সঙ্গে কতটুকু একরূপতা দেখুন :—

লীনং চিত্তস্য গৃহণীয়াদ্ উদ্ধতং শময়েত পুনঃ,

শমপ্রাপ্তং উপেক্ষেত তস্মিং নালম্বতে পুনঃ।

এত অধিক অর্থ সাম্য ও শব্দ সাম্য যে, পৃথক অর্থ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই।

শেষ দুই কারিকায় 'অদ্বৈত' প্রকরণ সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে :—

স্বস্থং শান্তং সনির্বাণং অকথ্যং সুখং উত্তমং,
অজং অজেন জ্ঞেয়েন সর্বজ্ঞং পরিচক্ষতে। ৩। ৪৭

যে চিত্ত স্বস্থ (নিজের মধ্যে স্থিত), শান্ত, সনির্বাণ, অকথ্য, উত্তম সুখ, অজ, জ্ঞেয় এবং অজয়ের পর্যায়, তাহা সর্বজ্ঞরূপে পরিচিত।

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবো'স্য ন বিদ্যতে,
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে। ৩। ৪৮

কোনও জীব (আত্মা) জন্ম গ্রহণ করে না, ইহা সম্ভবও নহে। যেইখানে কাহারও জন্ম হয়না, এই যে জন্ম না হওয়ার স্থিতি; তাহাই উত্তম সত্য।

গৌড়পাদাচার্যের অদ্বৈত প্রকরণ, বৌদ্ধাচার্যগণের অদ্বয়বাদের মধ্যে এতই সাম্য যে, আর কিছু বলিবার থাকেনা। মনে হয়, প্রথম প্রকরণের পর, দ্বিতীয় তথা তৃতীয় প্রকরণে গৌড়পাদাচার্যের বৌদ্ধ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা হইতে অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে। গৌড়পাদাচার্যের 'আগম-শাস্ত্র' এর চতুর্থ তথা সর্বাধিক দীর্ঘ 'অলাত শান্তি প্রকরণ' সর্বাংশে এক প্রকার বৌদ্ধ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। উহাতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদের এক প্রকার স্পর্শ পর্যন্ত নাই। প্রথম মঙ্গলাচরণের কারিকা দুইটি দেখুন :—

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যোগগণোপমান্,
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধং তং বন্দে দ্বিপদাং বরং। ৪। ১

জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন আকাশের ন্যায় বিস্তৃত জ্ঞান দ্বারা যিনি গগনোপম ধর্ম (সংস্কৃত-অসংস্কৃত) সমূহের বোধপ্রাপ্ত করিয়াছেন, সেই দ্বিপদ শ্রেষ্ঠ তথাগত (বুদ্ধ) কে আমার নমস্কার।

শংকরাচার্যের কথন এই যে, গৌড়পাদাচার্যের এই নমস্কার 'নারায়ন' কেই। তাঁহার এইটুকু চিন্তা করা উচিৎ ছিল—(১) এই যে দ্বিপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোনও 'নরোত্তম' কেই নমস্কার, না কোনও নারায়ন কে? (২) উক্ত কারিকাতে 'জ্ঞান' কে 'আকাশকল্প' এবং 'জ্ঞেয়াভিন্ন' বলা হইয়াছে, যাহা এক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুকূল।

উপরি উক্ত উভয়বিধ কারণে ইহা এতই সুস্পষ্ট যে, গৌড়পাদাচার্য স্বীয় এই নমস্কার ভগবান বুদ্ধকেই নিবেদন করিয়াছেন।

ইহার পরবর্তী দ্বিতীয় কারিকাও ইহার সমর্থন করে :—

'অস্পর্শযোগো' বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখোহিতঃ,
অবিবাদো'বিরুদ্ধশ্চ দেশিতাস্তং নমাম্যহং। ৪।২

সকল প্রাণীর জন্য সুখদায়ক তথা হিতকর, বিবাদ রহিত, বিরোধ রহিত, 'অস্পর্শযোগ' নামক যোগের যিনি উপদেষ্টা, সেই তথাগত (বুদ্ধ) কে আমার নমস্কার।

এই যে 'অস্পর্শযোগ' তাহা নিরোধ সমাপত্তিরই অপর নাম, যাহার উপদেশক দেবমানবের শাস্তা বুদ্ধ তথাগতই ছিলেন। এই জন্য উক্ত নমস্কারও তাঁহাকেই করা হইয়াছিল।

এখন আমরা 'অলাত-শান্তি প্রকরণ' এ বর্ণিত বিষয় বস্তুর বিচার করিব।

গৌড়পাদাচার্য এই বলিয়া বিষয়ের ভূমিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন; কোন কোন বাদী বলিতেছেন যে, ভূত (সত) হইতেই উৎপত্তি হইতেছে, অন্য জ্ঞানিজনেরা বলিতেছেন, অভূত (অসত) হইতে উৎপত্তি হইতেছে; এই ভাবে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। (৪।৩) এই উভয়বিধ মত সাধারণ জনের সামান্য মত নহে, উভয় মতই শ্রুতিসম্মত; কিন্তু

এই উভয়বিধ মত হইতে বিশিষ্ট মত হইল অদ্বয়বাদীদের অর্থাৎ বৌদ্ধদের।

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদ্ অভূতং নৈব জায়তে,
বিবদন্তো'দয়া হ্যেবং অজাতিং খ্যাপয়ন্তিতে। ৪। ৪

ভূত (সত) হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, অভুত (অসত) হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় না; ইহাদের উভয়বিধ মতকে খণ্ডন করিয়া, যাহা 'অদ্বয়বাদী' অর্থাৎ বৌদ্ধ, তাঁহারা অজাতি (অনুৎপত্তি) বাদেরই কথা বলেন।

অদ্বয়বাদ তথা অদ্বৈতবাদের ভেদ অনেকের কাছে অজ্ঞাত, অদ্বয়-বাদের অভিপ্রায় এই যে, যাহাতে উভয় অন্ত (একান্তবাদ) অথবা উভয় আত্যন্তিক দৃষ্টিবাদের নিষেধ এবং অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায় এই যে, ইহাতে দৈতের নিষেধ।

বুদ্ধ তথাগত 'মহাকারুণিক' অদ্বয়বাদী এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত অদ্বয়বাদ। গৌড়পাদাচার্যের এই পরিচ্ছেদের প্রধান বিষয় 'অজাতিবাদ', ভারতীয় দর্শনসমূহের যতগুলি অবৌদ্ধ পরম্পরা আছে, তাঁহাদের প্রায় সকলই কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন। বৌদ্ধেরাই কেবল অজাতিবাদের সমর্থক।

গৌড়পাদাচার্যের বিশেষতা এই যে, তিনি স্বয়ং বৈদিক পরম্পরার আচার্য হইয়াও বৌদ্ধদের অজাতিবাদের সমর্থক ছিলেন। কারিকা:—

খ্যাপ্যমানং অজাতিং তৈর্অনুমোদামহে বয়ং,
বিবদানো ন তৈ সার্ধং অবিবাদং নিবোধত। ৪। ৫

তাঁহাদের (বৌদ্ধদের) যেই অজাতি (অনুৎপত্তি) বিষয়ক কথন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতেছি, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতেছি না। আমাদের অবিবাদের কারণ শুনুন।

এই অনুৎপত্তির সিদ্ধান্তকে শুধু গৌড়পাদাচার্যই নহে, পরবর্তী শংকরাচার্যও পরমার্থ সত্যরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। গৌড়পাদাচার্য বৌদ্ধদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। যেমন :—

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যং অমৃতং তথা,
প্রকৃতে'ন্যথাভাবো ন কথংচিৎ ভবিষ্যতি। ৪।৭

অমৃত মৃতত্ব প্রাপ্ত হয় না, আর মৃতত্ব অমৃত হয় না, প্রকৃতি (স্বভাবধর্ম) র কখনও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না। নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকার এক কারিকা :—

যদ্যস্তিত্বং প্রকৃত্যাস্যান্ন ভবেদস্য নাস্তিতা,
প্রকৃতে'ন্যথাভাবো নহি জাতূপপদ্যতে। ১৫।৮

যদি প্রকৃতির 'অস্তিত্ব' সম্ভব হয়, তবে তাহার 'নাস্তিত্ব' সম্ভব নহে। নিশ্চিতরূপে প্রকৃতির অন্যথাভাব হইতে পারে না।

অনেক তর্কের মধ্যে ইহাও এক তর্ক :—

হেতুআদি ফলং যেষাং আদির্হেতুঃ ফলস্য চ,
তথা জন্ম ভবেৎ তেষাং পুত্রজ জন্মপিতুর্যথা। ৪।১৫

যাঁহাদের মতে 'ফল' হেতুর আদি এবং 'হেতু' ফলের আদি, তাঁহাদের মতানুসার কোনও বস্তুর জন্ম সেরূপ হইতে পারে, যেরূপ পুত্র হইতে পিতার জন্ম।

গৌড়পাদাচার্যের এই কারিকা নাগার্জুনকৃত বিগ্রহব্যাবর্তিনীর নিম্নোক্ত কারিকার সঙ্গে হুবহু মিল আছে :—

পিত্রা যদ্যুৎপাদয্যঃ পুত্রো যদি তেন চৈব পুত্রেণ,
উৎপাদ্যঃ স যদি পিতাবদ্ তত্রোৎপাদয়তি কঃ কং। ৫০

যদি পিতা হইতে পুত্রের উৎপত্তি হয় এবং সেই পুত্র যদি পুনঃ পিতাকে উৎপন্ন করে, তাহা হইলে বল, কে কাহাকে উৎপন্ন করিল ?

আগম শাস্ত্রের 'অলাত শান্তি' প্রকরণের পরবর্তী কারিকা ঃ—

সম্ভবে হেতুফলয়ো এষিতব্যঃ ক্রমস্ত্বয়া,
যুগপৎ সম্ভবে যস্মাৎ অসম্বন্ধো বিষাণবৎ। ৪। ১৬

উৎপত্তি মানিলে হেতু-ফলের ক্রম অন্বেষণ করিতে হয়, যদি বলা হয় যে, হেতু-ফল উভয়ই যুগপৎ উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থকে না, যেমন গরুর সিং।

দেখুন নাগার্জুনের মাধ্যমিক কারিকা ঃ—

ফলং সহৈব সামগ্র্যা যদি প্রাদুর্ভবেৎ পুনঃ,
এককালৌ প্রসজ্যেতে জনকো যশ্চ জায়তে। ২০। ৭

যদি ফল স্বীয় কারণ সামগ্রীর সঙ্গেই অস্তিত্বতে আসে, তাহা হইলে উৎপন্নকারী এবং যে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 'উৎপাদক' ও 'উৎপদ্যমান', এই উভয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে হয়।

এই একই অবস্থা আগম শাস্ত্রের পরবর্তী কারিকাতেও ঃ—

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ,
কতরৎ পূর্ব উৎপন্নং যস্য সিদ্ধির্অপেক্ষয়া। ৪। ১৮

যদি 'ফল' হইতে 'হেতু' র উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, এবং হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কেই পূর্ব উৎপন্ন, যাহার অপেক্ষায় দ্বিতীয়ের উৎপত্তি হয়।

যদীন্ধনং অপেক্ষ্যাগ্নির্অপেক্ষাগ্নিং যদীন্ধনম্,
কতরৎ পূর্বনিষ্পন্নং যদপেক্ষ্যাগ্নিইন্ধনম্। ১০। ৮

যদি ইন্ধনের অপেক্ষায় অগ্নি এবং অগ্নির অপেক্ষায় ইন্ধন হয়,

তবে এই উভয়ের মধ্যে কেই পূর্ববর্তী, যাহার অপেক্ষায় ইন্ধন তথা অগ্নি অস্তিত্বতে আসিতে পারে ?

অতঃপর গৌড়পাদাচার্য অজাতি (অনুৎপত্তি) বাদের সমর্থনে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রদত্ত ত্রিবিধ কারণের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, যথা— অশক্তি' হইলে, 'অপরিজ্ঞান' হইলে, 'ক্রমবিপর্যয়' হইলে ; এই ত্রিবিধ কারণে বৌদ্ধেরা 'অজাতি' বাদের দেশনা করিয়াছেন। উক্ত ত্রিবিধ কারণ ব্যাখ্যার অনন্তরই গৌড়পাচার্য এই নিষ্কর্ষে পৌঁছিয়াছেন :—

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে,
সদসদ্ সদসদ্ বাপি ন কিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে। ৪। ২২

স্বতঃ কিম্বা পরতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন (জন্ম) হয় না, আর বিদ্যমান কিম্বা অবিদ্যমান হইতেও কোন বস্তু জাত হয় না।

উক্ত কারিকার প্রথম পঙ্‌ক্তি নাগার্জুনের উক্তির পুনরাবৃত্তি :—

ন স্বতো জায়তে ভাবঃ পরতো নৈব জায়তে,
ন স্বতঃ পরতশ্চৈব জায়তে, জায়তে কুতঃ। মঃ কাঃ ২১। ১৩

স্বতঃ কোন বস্তু (ভাব) উৎপন্ন হয় না ; পরতঃও নহে ; আর স্বয়ংও নহে, অন্যের দ্বারাও নহে। তখন উৎপত্তি আর হইলই বা কি প্রকারে ?

কারিকার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিও নাগার্জুনের অন্য এক কারিকার পুনরুক্তি মাত্র :—

ন সন্ নাসন্ ন সদসন্ ধর্মো নির্বর্ততে যদা,
কথং নির্বর্তকো হেতুরেবং সতি হি যুজ্যতে। মঃ কাঃ ১। ৯

যখন বিদ্যমান (সৎ) নহে, অবিদ্যমান (অসৎ)ও নহে, বিদ্যমানাবিদ্যমান (সদসৎ) এর মধ্যে কোন বস্তুই অস্তিত্বের মধ্যে আসে না ; তখন কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি হয় ?

এই ভাবে অজাতিবাদের সমর্থনে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে,

তাহা সব বলার পর গৌড়পাদাচার্য এক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতই বলিতেছেন :—

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈবচ,

অজাচলং অবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তং অদ্বয়ং। ৪।৪৫

যেই বিজ্ঞান (চিত্ত) শান্ত, অদ্বয়, তাহা অজ (অজন্মা) হওয়া সত্ত্বেও উৎপত্তি (জাতি) র আভাস দিতেছে, অচল (স্থির) হওয়াতেও অস্থিরতার আভাস দিতেছে; তদ্রূপ অবস্তু হওয়াতেও বস্তুরূপ হওয়ার আভাস দিতেছে।

এইখানে বিচার্য বিষয় এই যে, গৌড়পাদাচার্য বিজ্ঞান (চিত্ত) কে বার বার অদ্বৈত বলেন নাই, অদ্বয়ই বলিয়াছেন :—

অতঃপর অলাতচক্রের উপমার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পরিশেষে এই নিষ্কর্ষেই পৌঁছিয়াছেন :—

এবং নচিত্তজা ধর্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্মজং,

এবং হেতুফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ। ৪।৫৪

এইভাবে ধর্মসমূহ (চিত্ত বিষয়) এর উৎপত্তি চিত্ত হইতে হয় না, আর চিত্তের উৎপত্তিও ধর্মসমূহ হইতে হয় না; এইভাবে মনীষিগণ হেতুফলের অনুৎপত্তির (অজাতির) সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন।

কিছুটা আগে গিয়া গৌড়পাদাচার্য বলিতেছেন :—

সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং তেন নাস্তিবৈ,

স্বভাবেন হ্যজং সর্বং উচ্ছেদস্তেন নাস্তিবৈ। ৪।৪৭

ব্যবহারিক (সংবৃত্তি) সত্যের দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইহারা শাশ্বত নহে, স্বাভাবিক (তাত্ত্বিক) দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই অনুৎপন্ন (অজ); এইজন্য নিশ্চিত ইহারা উচ্ছেদও নহে।

এই একটি মাত্র কারিকাতেই মূল বৌদ্ধ মতের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহ

স্বীকৃত হইয়াছে। সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, বৌদ্ধরা শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ কোনটাই স্বীকার করেন না ; তাই বৌদ্ধমতকে 'মজ্ঝিম-পতিপদ' বা 'মধ্যম মার্গ' বলা হয়। মাধ্যমিক কারিকাতে নাগার্জুন উহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন :—

অনেকার্থং অনানার্থং অনুচ্ছেদং অশাশ্বতম্,
এতৎ তৎ লোকনাথানাং বুদ্ধানাং শাসনামৃতম্।
মাঃ কাঃ ১৮ । ১১

একার্থ রহিত, নানার্থ রহিত, উচ্ছেদ রহিত এবং শাশ্বত রহিত, যেই দেশনা তাহাই লোকনাথ বুদ্ধের শাসনামৃত।

এইরূপে দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমত মাধ্যমিক কারিকার মতই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে :—

দ্বেসত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা,
লোক সংবৃত্তি সত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ। মাঃ কাঃ ২৪ । ৮

সংবৃত্তি সত্য এবং পরমার্থ সত্য ; এই দ্বিবিধ সত্যের মাধ্যমেই বুদ্ধগণের ধর্মদেশনা।

বুদ্ধঘোষ আচার্যেরও এই মত :—

দ্বেসচ্চানি অক্খাসি সম্বুদ্ধো বদতং বরো,
সম্মুতিং পরমার্থং চ ততিয়ংনূপলব্ভতি। (সুমঙ্গল বিলাসিনী)

বাণী শ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ দ্বিবিধ সত্যের উপদেশ দিয়াছেন—সম্মুতি (সংবৃত্তি) সত্য তথা পরমার্থ সত্য ; তৃতীয় সত্য উপলব্ধ নহে।

পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—'এই দ্বিবিধ সত্য উপনিষদসমূহের কোথাও নাই। শংকরাচার্য এই দ্বিবিধ সত্যকে স্বীয় দর্শনের মূলাধাররূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। এই স্বীকৃতিও গৌড়পাদাচার্যের মাধ্যমে বৌদ্ধ বাঙ্‌ময় হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যেহেতু অজাতিবাদ (অনুৎপত্তিবাদ) 'অলাত শান্তি' প্রকরণের মুখ্য বিষয়, তাই গৌড়পাদাচার্য বার বার এই সত্যদ্বয়ের স্থাপনা ও সমর্থন করিয়াছেন।'

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবো'স্য ন বিদ্যতে,
এতৎ তৎ উত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে। ৪। ৭১

কোনও জীবের জন্ম হয় না, ইহার কোন সম্ভাবনাও নাই, ইহাই উত্তম সত্য, এইখানে কিছুই জন্মগ্রহণ করে না।

বিষয়বিমুখ চিত্তের উল্লেখ করিতে গিয়া গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন :—

নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ,
বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎ সাম্যং অজং অদ্বয়ং। ৪। ৮০

চিত্ত যখন একবার বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ উহাতে প্রবৃত্ত হয় না, তখন ঐ অবস্থাকেই নিশ্চলা স্থিতি বলা হইয়াছে। ইহাই বুদ্ধগণের বিষয়—যাহা সাম্যতত্ত্ব, যাহা অজতত্ত্ব এবং যাহা অদ্বয়তত্ত্ব।

ইহাই বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' আর গৌড়পাদাচার্যের মতে ইহাই তাঁহাদের 'ব্রহ্ম'। আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিতেছি না যে, উপনিষদের 'ব্রহ্ম' দ্বারা কি বুঝা যায়? যদি গৌড়পাদাচার্যের 'ব্রহ্ম' চিত্তের এই নিশ্চলা স্থিতিই হয়, তবে উহা নিরোধ সমাপত্তিই। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, গৌড়পাদাচার্যের 'ব্রহ্ম' উপনিষদের 'ব্রহ্ম' হইতে ভিন্ন; যাহা এক সময় বৌদ্ধদের নিরোধ সমাপত্তিরই পর্যায় ছিল। এই নিরোধ সমাপত্তির প্রতি অত্যধিক গৌরব ভাব বৃদ্ধি পাওয়াতেই ইহাকে ধর্মধাতু পর্যন্ত বলা হইয়াছে।

যে কোন ধর্ম অর্থাৎ চিত্ত বিষয়কে আসক্তি পূর্বক গ্রহণ করাতে সুখানুভূতি ব্যক্ত থাকে এবং দুঃখানুভূতি সুপ্ত থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা

ভগবান (নির্বাণ) কে স্থির মনে করার দরুণ অস্তি (আছে), 'চল' মানার কারণ নাস্তি (নাই), 'স্থির' তথা 'চল' উভয় মানার দরুণ 'অস্তি-নাস্তি' (আছে-নাই), এবং উভয়ের অভাব মানার দরুণ নাস্তি-নাস্তি (নাই নাই) বলিয়া থাকে। এই চতুষ্কোটিকে আসক্তি পূর্বক গ্রহণ করার দরুণ, তাহাদের কাছে ভগবান (নির্বাণ) সর্বদা আবৃত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ইহা হইতে অস্পৃষ্ট। যিনি এই সত্য জানিয়াছেন, তিনিই সর্বদৃক্ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। (৪—৮২, ৮৩, ৮৪)

নিঃসন্দেহ উপনিষদাশ্রিত বেদান্তের এই চতুষ্কোটি হইতে প্রথম মান্যই নহে; উহার অভিপ্রায়ঃ—

অস্তীতি ব্রুবতো'ন্যত্র কথং তদ্ উপলভ্যতে,
অস্তেব উপলব্ধব্যঃ। কঠোপনিষদ (৬। ১২,১৩)

এই সম্বন্ধে মাধ্যমিক বৌদ্ধমতও অতটুকুই স্পষ্টঃ—

ন সন নাসন্ ন সদসন ন চাপ্য অনুভয়াত্মকং,
চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ। মাঃ কাঃ

সৎও নয়, অসৎও নয়, সদসৎও নয়, উভয় স্থিতি রহিতও নয়;—এই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত তত্ত্বকে মাধ্যমিকগণ জানেন।

এইখানে একটি বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবণ যোগ্য যে, গৌড়-পাদাচার্য উক্ত প্রকরণের যে কোথাও, যে কোনও নাম দ্বারা নির্বাণ অথবা ধর্মধাতুর সংকেত দিয়াছেন, সেখানে কোথাও 'অদ্বৈত' শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; বস্তুতঃ 'অদ্বয়' শব্দের দ্বারাই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাপ্য সর্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদং অদ্বয়ং,
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিং অতঃ পরমীহতে। ৪। ৮৫

সমস্ত সর্বজ্ঞতা, ব্রাহ্মণ্যপদ, অদ্বয়ভাব, এই সকল আদি-মধ্যান্ত রহিত ভাবকে প্রাপ্ত করিলে অধিক আর কিই বা বাকী থাকে?

উক্ত কারিকাতে সর্বজ্ঞতাকে 'অদ্বয়' ত বলাই হইয়াছে, অধিকন্তু এই সঙ্গে মনোনিবেশ যোগ্য যে, 'ব্রাহ্মণ্য' শব্দতে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগও জাতি বাচক না হইয়া গুণ বাচকই হইয়াছে।

পরবর্তী কারিকাতে 'মহাযান' এর অর্থেই 'অগ্রযান' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। গৌড়পাচার্য মহাযান ধর্মের প্রচারকের ন্যায়ই ভাষার প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন :—

হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রযানতঃ,
তেষাং অন্যত্র বিজ্ঞেয়াদ্ উপলম্ভঃ ত্রিষুস্মৃতঃ। ৪। ৯০

যাহা হেয়, যাহা জ্ঞেয়, যাহা প্রাপ্য, যাহা পাক্য,—এই সকল অগ্রযান (মহাযান) দ্বারাই জানা যায়। যাহা জ্ঞেয়, (বিজ্ঞেয়) তাহা ছাড়া শেষ তিনেরই উপলম্ভ (সংজ্ঞা) মানা হইয়াছে।

গৌড়পাদাচার্যের অনেক কারিকাতে এবং মহাযান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আগত অভিব্যক্তিসমূহের মধ্যে এত অধিক সাম্য যে, কোথা কোথাও গৌড়পাদাচার্য ছায়ানুবাদ করিয়াছেন মনে হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে, এই প্রকরণের আরম্ভতেই গৌড়পাদাচার্য 'জ্ঞান' এবং 'জ্ঞেয়' এর একত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং উহা দ্বারা তিনি এই প্রকরণের অবসানও করিয়াছেন :—

ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ
সর্বধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতৎ বুদ্ধেন ভাষিতং। ৪। ৯৯

যিনি বুদ্ধ, যিনি শিক্ষক, তাঁহার মতানুসার জ্ঞান ধর্ম (চিত্ত-বিষয়-পদার্থ) সমূহ পর্যন্ত সংক্রমন করে না। সমস্ত ধর্ম (সংস্কৃত-অসংস্কৃত ধর্ম) তথা জ্ঞান—ইহারা বুদ্ধেরও বাণীর বিষয় নহে, স্বানুভবেরই বিষয়।

আগম শাস্ত্রের চতুর্থ প্রকরণেই গৌড়পাদাচার্য একাধিক স্থলে 'বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং' (৪। ৮০) আদি বলিয়া 'অজাতিবাদ' আদির

সিদ্ধান্ত সমূহকে বুদ্ধ প্রতিপাদিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তখন গ্রন্থের অন্তিম (৪।৯৯) কারিকাতে 'নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতং', (ইহা বুদ্ধের দ্বারা ভাষিত নহে,) বলার কিই বা অভিপ্রায় ?

উপরি উক্ত কারিকা নাগার্জুনের নিম্নোক্ত কারিকারই প্রতিধ্বনি :—

সর্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ,

ন কৃচিদ্ কস্যচিদ্ কশ্চিদ্ ধর্মোবুদ্ধেন দেশিতঃ।

সমস্ত উপলম্ভ (সংজ্ঞা) সমূহের শমন-স্বরূপ, সমস্ত প্রপঞ্চের উপশমন স্বরূপ কল্যাণকারী ধর্মসমূহের কাহাকেও কোথাও তথাগত উপদেশ দেন নাই। কারণ ধর্মসমূহ উপদেশের বিষয় নহে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারা স্বয়ং অনুভব যোগ্য।

অন্তিম কারিকা লিখার সময় গৌড়পাদাচার্য পুনঃ একবার তথাগতকে অথবা তদ্‌পদক্ষে নমস্কার করিতেছেন :—

দুর্দশং অতি গম্ভীরং অজং শাম্যং বিশারদং,

বুদ্ধবা পদং অনানাত্বং নমস্কুর্মোযথাবলং। ৪।১০০

এই পদের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া যিনি দুর্দশ, অতি গম্ভীর, অজ, সাম্য, বিশারদ (নির্ভয়যুক্ত) এবং যিনি নানাত্ব বিহীন হইয়াছেন, আমি সেই তথাগতকে অথবা তদ্‌পদকে যথাশক্তি নমস্কার করিতেছি।

অনুবাদ কার্য সম্পুর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমাকে স্বদেশ—চট্টগ্রাম চলিয়া আসিতে হয় এবং এইখানেই অনুবাদ কার্য সমাপ্ত করি। তারপর মনে করিয়াছিলাম বইটি 'বাংলা একাডেমী' কিম্বা অন্য কোনও খ্যাতনামা প্রকাশনীর মারফত প্রকাশ করিব ; কারণ নামজাদা প্রকাশনীর দ্বারা প্রকাশিত হইলে বইটির প্রচার অনেকাংশে বাড়িয়া যায়। সেই আশা নিয়া কিছুদিন অপেক্ষাও করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার আশা সফল হইল না, তাহার আগেই বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে

নামিয়া আসিল ঘোর দুর্দিন। তারপর দীর্ঘদিন নীরব ছিলাম। ইতিমধ্যে কতিপয় বিদ্যানুরাগী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বইটির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, বইটি যেন শীঘ্র প্রকাশ করি। তাঁহাদের দ্বারা বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশের দায়িত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উপনায়ক শ্রীমৎ শীলালঙ্কার মহাস্থবির ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ শান্তপদ মহাস্থবিরের নিকট হইতে যে প্রেরণা পাইয়াছি তাহাই পুস্তক প্রকাশের কাজ তরান্বিত করিয়াছে। রাঙ্গুনীয়া পাঠ্যালীর কুল নিবাসী শ্রীযুত বাবু বিনয় ভূষণ বড়ুয়া মহাশয়ের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে এত শীঘ্র পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইত না। এই সঙ্গে আমি ধলঘাট নিবাসী শ্রীযুত বাবু জ্যোৎস্না বিকাশ ত্রিপাঠী মহাশয়ের আন্তরিক সহানুভূতির কথাও স্মরণ করি। হাবিব প্রিন্টিং প্রেসের মালিক মোঃ মোসলেম খান সাহেব তথা কর্মচারীবৃন্দের সৌজন্যতাপূর্ণ ব্যবহার আমাকে অত্যধিক মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও বইখানির নির্ভুল মুদ্রণ সম্ভব হইল না। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন। বর্তমান বইখানি যদি বৌদ্ধ দর্শনের বিপুল ঐশ্বর্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে, কৌতূহল ও আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হয়, তবে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

বৌদ্ধ বিহার
চট্টগ্রাম।

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী
১৫।৪।৭৪

# আগম-শাস্ত্র

## প্রথম পরিচ্ছেদ

১ বহিষ্প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃ প্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ,
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞা একা এব ত্রিধা স্থিতঃ।

যখন বাহিরের জ্ঞান হয়, তখন উহাকেই 'বিভু' বিশ্ব বলা হয়, যখন ভিতরের জ্ঞান হয়, তখন উহাকেই 'তৈজস' বলা হয়, আর যখন একাগ্রতা ঘনীভূত হইয়া যায়, তখন উহাকেই 'প্রজ্ঞা' বলা হয়,— একই প্রজ্ঞার এই ত্রিবিধ স্থিতি।

২ দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ,
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ।

দক্ষিণ চক্ষুর সামনে বিশ্ব, মনের ভিতরে তৈজস, আকাশে এবং হৃদয়ে প্রজ্ঞা,— এইরূপে একই প্রজ্ঞা ত্রিবিধাকারে দেহে অবস্থিত রহিয়াছে।

৩ বিশ্বো হি স্থূলভুং নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্ত ভুক,
আনন্দভুক তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত।

বিশ্ব নিত্য স্থূল ভোগ করিতেছে, তৈজস বিবেক ভোগ করিতেছে এবং প্রজ্ঞা আনন্দ উপভোগ করিতেছে ; এইভাবে ত্রিবিধ প্রকার ভোগ জানিবে।

৪ স্থূলং তরপয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তং তু তৈজসং,
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত।

বিশ্ব স্থূলে তৃপ্ত হইতেছে, তৈজস বিবেকে তৃপ্ত হইতেছে এবং প্রাজ্ঞ আনন্দে তৃপ্ত হইতেছে ; এইরূপে ত্রিবিধাকারে তৃপ্তি জানিবে।

৫ ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্তিতঃ,
বেদৈতদ্ উভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে।

ত্রিবিধাবস্থায় যাহা ভোগ্য এবং যাহাকে ভোক্তা বলা হইয়াছে, যিনি এই উভয় ভোজ্য ও ভোক্তাকে জানিয়াছেন, তিনি ভোক্তা হইয়াও কিছুতে লিপ্ত হন না।

৬ প্রভবঃ সর্বভূতানাং সতাং ইতি বিনিশ্চয়ঃ,
সর্বজনয়তি প্রাণাশ্চেতোংশূন পুরুষঃ পৃথক।

সৎ পুরুষগণের নিশ্চয় এই যে, প্রাণী (বস্তু) মাত্রেরই উৎপত্তি হয়। আর কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, প্রাণ হইতেই সমস্ত পুরুষ (আত্মা) পৃথক পৃথক চিত্তজ্যোতি উৎপন্ন করেন।

৭ বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ,
স্বপ্নমায়া স্বরূপেতি সৃষ্টির্নৈবিকল্পিতা।

সৃষ্টি বিষয়ে বিচারশীল কিছু সংখ্যক লোক মনে করেন যে, প্রসবই বিভূতি ( ঈশ্বর মহিমা ) ; অন্য কোন কোন সৃষ্টি বিষয়ে বিচারক ইহাকে মায়া, স্বপ্নবৎ তথা কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন।

৮ ইচ্ছামাত্রং প্রভো সৃষ্টি ইতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ,
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ।

সৃষ্টি বিষয়ে নিশ্চিত অভিমত পোষণকারী কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, প্রভুর ইচ্ছা মাত্রই সৃষ্টি হইতেছে, আর যাঁহারা কাল (সময়)

সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁহারা মনে করেন যে, কাল হইতেই সত্ত্বদের উৎপত্তি হইতেছে।

৯ ভোগার্থং সৃষ্টিইত্যন্যে ক্রীড়ার্থং ইতি চাপরে,
দেবস্যৈষা স্বভাবো'য়ং আপতকামস্য কা স্পৃহা।

কেহ কেহ মনে করেন সৃষ্টি ভোগের জন্য, অন্য কাহারও মতে ইহা ঈশ্বরের লীলা, অপর কেহ কেহ মনে করেন ইহা দেবেরই স্বভাব; কিন্তু যাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তিনি আর কিই বা ইচ্ছা করিবেন?

১০ নিবৃত্তেঃ সর্বদুঃখানাং ঈষানঃ প্রভুর্অব্যয়ঃ,
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্যো বিভুঃস্মৃতঃ।

যিনি সমস্ত দুঃখের অবসান করিয়াছেন, যিনি প্রকাশ স্বরূপ, যিনি অদ্বৈত যিনি সর্বব্যাপক, যিনি সকলের স্বামী, যিনি অব্যয়, অর্থাৎ অপরিবর্তন শীল, আর যিনি সমস্ত বস্তুর মধ্যে অদ্বিতীয় সত্তা; তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরম দেবকে 'তুর্য' বলা হইয়াছে।

১১ কার্যকারণবদ্ধৌ তাব ইষ্যতে বিশ্ব তৈজসৌ,
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বে তু তুর্যে ন সিধ্যতঃ।

বিশ্ব অর্থাৎ বাহিরের জ্ঞান কার্য-কারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ, তৈজসঃ অর্থাৎ ভিতরের জ্ঞানও কার্যকারণের শৃঙ্খলাধীন, প্রজ্ঞাও কারণাশ্রিত; পরন্তু তুর্যাবস্থা কার্যকারণ ভাবসিদ্ধ নহে অর্থাৎ তুর্যাবস্থায় কারণ ভাব থাকে না।

১২ নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চাংঋতং,
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুরীযঃ সর্বদৃক সদা।

প্রজ্ঞাবান আপন-পরকে, সত্য-অসত্যকে জানে না; কিন্তু তুরিয় অবস্থা সদৈব সর্বদর্শী অর্থাৎ সকলকে জানেন।

১৩ দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং উভয়োঃ প্রাজ্ঞা তুর্যয়োঃ,
বীজ নিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্যে ন বিদ্যতে।

'প্রজ্ঞা' তথা 'তুরিয়' উভয়ই 'দ্বৈত' গ্রহণ না করার দরুণ তুল্য। প্রজ্ঞা নিদ্রারূপী বীজ দ্বারা সংযুক্ত, 'তুর্য' অবস্থায় তাহা থাকে না।

১৪ স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ন নিদ্রয়া,
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ।

প্রথম দুই ( বিশ্ব তথা তৈজস ) স্বপ্ন তথা নিদ্রা দ্বারা যুক্ত, প্রজ্ঞা স্বপ্ন রহিত নিদ্রার দ্বারা যুক্ত। 'তুর্য' অবস্থায় উপনীত নিশ্চিত জ্ঞানীদের স্বপ্ন, নিদ্রা উভয়ই থাকে না।

১৫ অন্যথা গ্রহণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বং অজানতঃ,
বিপ্রয়াসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদং অশ্নুতে।

অন্যথা গ্রহণ স্বপ্নের কারণ, আর তত্ত্ব না জানাই নিদ্রার কারণ, এই উভয়ের বিপ্রয়াস অর্থাৎ বিপরিত জ্ঞান নষ্ট হইলে 'তুর্য' পদ প্রাপ্ত হয়।

১৬ অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে,
অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা।

অনাদি কালীক মায়ার দ্বারা সুপ্ত জীব যখন জাগ্রত হয়, তখন উহা অজন্মা, নিদ্রা রহিত, স্বপ্ন রহিত, অদ্বৈতের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া জাগ্রত হন।

১৭ প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ,
মায়ামাতরং ইদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ।

যদি এই প্রপঞ্চময় ( সংসার ) বস্তুতঃ থাকে, তাহা হইলে উহার নিবর্তনও নিশ্চয় থাকিবে। কিন্তু এই দ্বৈতরূপ মায়া মাত্র, পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহা অদ্বৈত।

১৮ বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ,
উপদেশাদ'য়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।

যদি বিকল্প নামক কিছু থাকে, তাহা হইলে সেই বিকল্প নিবর্তিত হইবে। এই যে বিকল্পের কথা, কেবল উপদেশের জন্য, জ্ঞান হইলে বিকল্প ( দ্বৈতভাব ) আর থাকেনা।

১৯ বিশ্বস্যাত্মবিবক্ষায়াং আদি সামান্যং উৎকতং,
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদ্ আপ্তি সামান্য মেব চ।

বিশ্বকে 'অ' বলিবার জন্য 'আদি' কে সামান্য ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। মাত্রা জ্ঞানের জন্য 'আপ্তি' তথা 'সামান্য' উভয়ই প্রকট হইয়াছে।

২০ তৈজসস্যোত্মবিজ্ঞান উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং,
মাত্রাসম্প্রতি পত্তৌ স্যাদ্ উভয়ত্বং তথাবিধং।

তৈজসকে 'উ' জানার জন্য উৎকর্ষ স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। মাত্রা জ্ঞানের জন্য তথাবিধ উভয়ত্ব প্রতিভাত হইতেছে।

২১ মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মানসামান্যং উৎকতং,
মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয় সামান্যমেব চ।

প্রজ্ঞাকে 'ম' বলার জন্য 'মান' কে সামান্য ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। মাত্রাজ্ঞানের জন্য লয় (অন্তর্ধান) হওয়া তথা সামান্য ধর্মই প্রকট হইতেছে।

২২ ত্রিসু ধামসু যত্তুল্যং সামান্যং বেত্তিনিশ্চিতঃ,
স পূজ্যঃ সর্বভূতানাং বংদ্যশ্চৈব মহামুনিঃ।

(উক্ত) ত্রিবিধ অবস্থাতে যাহা তুল্য সামান্যধর্ম, উহাকে যিনি নিশ্চিতরূপে জানেন, সেই মহামুনি (বুদ্ধ) সমস্ত প্রাণীর পূজ্য তথা বন্দ্য।

২৩ অ কারো নয়তে বিশ্বং উ কারঞ্চাপি তৈজসং,
ম কারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং না মাত্রে বিদ্যতে গতিঃ।

'অ' বিশ্বকে নিয়া যায়, 'উ' তৈজসকে নিয়া যায়, 'ম' পুনঃ প্রজ্ঞা-গামী হয় ; মাত্রা রহিতের কোন গতি নাই।

২৪ ওঁ কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ,
ওঁ কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

ওঁ কারকে প্রত্যেক পদের সহিত জানা উচিৎ, 'পাদ' এর অর্থই মাত্রা, ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নাই। ওঁ কারকে প্রত্যেক 'পাদ' এর সঙ্গে জানিলে কোন চিন্তাই থাকে না।

২৫ যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ং,
প্রণবে নিত্য যুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।

চিত্তকে প্রণবের সহিত যোগ করিবে, 'প্রণব' ভয় রহিত ব্রহ্ম। যিনি নিত্য প্রণবে নিযুক্ত, উহার কোথাও কোন ভয় নাই।

২৬ প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রনবশ্চ পরং স্মৃতঃ,
অপূর্বো'নন্তরো'বাহ্যো'নপরঃপ্রণবো'ব্যয়ঃ।

প্রণবকেই অপর ব্রহ্ম তথা পরম্ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। প্রণবের পূর্বে কিছুই ছিল না, প্রণবের অনন্তরও কিছু নাই, প্রণব বহির্ভূতও কিছু নাই. প্রণব হইতে পরেও কিছু নাই : সুতরাং প্রণব অব্যয়।

২৭ সর্বস্য প্রণবো হ্যাদিমধ্যং অন্তঃ তথৈব চ,
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদন্তরং।

প্রণবই সকলের আদি মধ্য ও অন্ত, যিনি ঈদৃশ প্রণবকে জানিয়াছেন, তিনিই উহাকে শীঘ্র প্রাপ্ত করেন।

২৮ প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদি সংস্থিতং,
সর্বব্যাপিনং ওঁ কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।

প্রণবকেই সকলের হৃদয়েস্থিত 'ঈশ্বর' মানা হয়, ওঁকার যে সর্বব্যাপী ইহা জানিয়া ধীর পুরুষ শোক করেন না।

২৯ অমাত্রো'নন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ,
ওঁ কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।

যিনি ইহা জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ওঁ অমাত্রা, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত মাত্রা, দ্বৈতের উপশম, তথা শিব ( কল্যাণকারী ), তিনিই মুনি, অন্য জন নহে।

গৌড় পাদীয় আগম শাস্ত্রের 'আগম' নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১ বৈতথ্যং সর্বভাবানাং স্বপ্ন আহুর্মনীষিণঃ,
অন্তস্থানাৎ তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা।

জ্ঞানীগণের অভিমত এই যে, স্বপ্নের সমস্ত বিষয় (বস্তু) অযথার্থ তথা মিথ্যা হয়; যেহেতু সংবৃতত্বের কারণ, সমস্ত পদার্থ শরীরের অভ্যন্তরে স্থিত হয়।

২ অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেশান্নপশ্যতি,
প্রতিবুদ্ধাশ্চ বৈ সর্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।

সময়ের স্বল্পতাহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা দেশান্তরে গিয়া তৎ তৎ স্থান সমূহ দেখে না। পুনঃ জাগ্রত হইয়া কোনও স্বপ্নদষ্টা নিজকে উক্ত দেশে পায় না।

৩ অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায় পূর্বকম,
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্।

(স্বপ্নেদৃষ্ট) রথ আদির অযথার্থতা ন্যায়পূর্বক শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। এই জন্য স্বপ্নেদৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রাপ্তি মৃথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

৪ অন্তঃস্থানাৎ তু ভেদানাং তথা জাগরিতে স্মৃতং,
যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বং ন ভিদ্যতে।

জাগ্রতাবস্থায়ও বস্তু সমূহের ঐ স্থিতি বলা হইয়াছে। ভেদ (বস্তু) সমূহের অন্তঃস্থিতিই উহার কারণ। যেমন জাগ্রতাবস্থায় তেমন স্বপ্নাবস্থায়ও সংবৃতত্ব মেকাথাও খণ্ডিত হয় না।

৫ স্বপ্নজাগরিতে স্থানে হ্যেকং আহুর্মনীষিণঃ,
ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা।

জ্ঞানীগণের অভিমত এই যে, স্বপ্নাবস্থা তথা জাগ্রতাবস্থা একই। উভয় অবস্থাতে বস্তু সমূহের সমানতা রহিয়াছে এবং উহার এইরূপ হওয়ার হেতু প্রসিদ্ধ।

৬ আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেপি তৎ তথা,
বিতথৈঃ সদৃশা সন্তো বিতথা ইব লক্ষিতাঃ।

যাহা আদিতে নাই, যাহা অন্তে নাই, তাহা বর্তমানেও নাই। অযথার্থের সদৃশ হওয়াতে সমস্ত পদার্থ অযথার্থই প্রতীত হইতেছে।

৭ সপ্রযোজনতা তেষাং স্বপ্নে'পি প্রতিপদ্যতে,
তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলুতে তাঃ।

যেইরূপ জাগ্রতাবস্থায় বস্তু সমূহের উপযোগীতা দেখা যাইতেছে, সেইরূপ সপ্রযোজনতা স্বপ্নেও দেখা যাইতেছে। এই জন্য আদি তথা অন্তের ন্যায় বর্তমানেও বস্তু সমূহের মিথ্যাত্ব বলা হইয়াছে।

৮ অপূর্বাঃ স্থানিধর্মা হি তথা স্বর্গনিবাসিনাং,
তাং অয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ।

যেমন স্বর্গ বাসিগণের বিশেষতা সমূহ বিচিত্র, তেমন স্বপ্নলোকের বিশেষতা সমূহও বিচিত্র। উক্ত বিশেষতা সমূহ এখানে (মৃত) সুশিক্ষিত (জ্ঞানীব্যক্তি) পরলোকে গিয়া দেখেন।

৯ স্বপ্নবৃত্তাবপিত্ব অন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ,
বহিশ্চেতোগৃহিতং সৎ দৃষ্টং বৈতথ্যং এতয়ো।

স্বপ্নে যাহা অভ্যন্তরস্থিত চিত্তদ্বারা (অবচেতন মন দ্বারা) কল্পনা করা যায়, তাহা অসৎ প্রতিপন্ন হয় এবং যাহা বহির্মন দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা সৎ প্রতিপন্ন হয় বটে; কিন্তু উভয়ই অসদ্।

১০ জাগৃৎ বৃত্তাবপি ত্ব অন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ,
বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্ যুক্তং বৈতথ্যং এতয়োঃ।

জাগ্রতাবস্থায়ও যাহা কিছু আন্তরমন দ্বারা কল্পিত করা হয়, তাহা অসৎ মানা হয় আর যাহা কিছু বহির্মন দ্বারা গৃহীত হয়, তাহা সদ্ মানা হয় বটে ; কিন্তু এই উভয়েরই অযথার্থতা যুক্তি সিদ্ধ।

১১ উভয়োর্পি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োযর্দি,
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ।

যদি উভয় স্থানীয় বস্তু সমূহের অযথার্থতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এইসব বস্তু সমূহের অযথার্থতার বোধ কিরূপে হয়, অথবা ইহাদের সম্বন্ধে সঙ্কল্প বিকল্পকারী কে ?

১২ কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানং আত্মা দেবঃ স্বমাযয়া,
স এব বুধ্যতে ভেদান্ ইতি বেদান্ত নিশ্চয়ঃ।

আত্মারূপ (দেব) স্বীয় মায়া দ্বারা স্বয়ং নিজকে নিজে কল্পনা করে। সেইই বস্তু সমূহের অযথার্থ রূপ ভেদকে জানে—ইহাই বেদান্তের নিশ্চয়।

১৩ বিকরোত্যপরান্ ভাবান্ অন্তশ্চিত্তে'ব্যবস্থিতান্,
নিযতাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তে প্রভুঃ।

যাহা চিত্তে ব্যবস্থিত নহে, এরূপ অপরাপরভাব (রূপ) সমূহের এবং যাহা চিত্ত হইতে বাহিরের নিয়তভাব (রূপ) ঐ সকলের প্রভু চিত্তকেই কল্পনা করা হয়।

১৪ চিত্তকালাশ্চ যেন্তস্ত দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ,
কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ।

সেই অন্তঃস্থিত ভাব একচিত্তক্ষণ মাত্র বিদ্যমান থাকে এবং যেই বহিস্থিতভাব, যাহা তাব্যৎ কাল থাকে, যাবৎকাল গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব

বিদ্যমান থাকে, ইহারা সকলই কল্পিত। এই বিষয়ে অন্য কোন বিশেষ হেতু নাই।

১৫ অব্যক্তা এব যে অন্তস্তু স্ফুটা এব চ যে বহিঃ,
কল্পিতা এব তে সর্বে বিশেষস্ত্বিন্দ্রিয়ান্তরে।

যাহা আন্তরিক (মানসিক) অনুভব, তাহা অব্যক্ত, যাহা বাহ্য (ইন্দ্রিয় জন্য) অনুভব তাহা স্পষ্ট; কিন্তু এই উভয় বিধ অনুভব কল্পিত। উভয়ের মধ্যে যে ভিন্নতা তাহা ইন্দ্রিয় ভেদের কারক হইয়া থাকে।

১৬ জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগবিধান,
বাহ্যান্ আধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যাস্তথাস্মৃতিঃ।

প্রথম জীবের (আত্মার) কল্পনা করা হয়, তারপর বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক নানা প্রকারের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়; যেইরূপ জ্ঞান হয় সেইরূপ স্মৃতি উৎপন্ন হয়।

১৭ অনিশ্চিতা যথা রজ্জুর্ন্ধকারে বিকল্পিতা,
সর্পধারাদিভি-ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতা।

অন্ধকারে রজ্জুর যেমন নিশ্চিত জ্ঞান না হওয়ার দরুন সর্প তথা জল ধারা প্রভৃতির বিকল্প উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এই আত্ম কল্পনাও জানিবে।

১৮ নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ততে,
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বৎ আত্মাবিনিশ্চয়ঃ।

যেমন রজ্জুর নিশ্চিত জ্ঞান হওয়াতে বিকল্প সমূহের নাশ হইয়া যায়, এবং ইহা নিশ্চিত হইয়া যায় যে, রজ্জুর অতিরিক্ত ইহা আর কিছুই নহে; তদ্রূপ (নিশ্চিত জ্ঞান হইলে) আত্মার এই বিকল্প নষ্ট হইয়া যায়।

১৯ প্রাণাদিভির্অনন্তৈস্তু ভাবৈরেতৈবিকল্পিতঃ,
মায়ৈষা তস্য দেবস্য যয়ায়ং মোহিতঃ স্বয়ং।

প্রাণাদি অনন্ত অস্তিত্বের (ভাবের) দ্বারা এই আত্মার কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা উক্ত পুরুষের (দেবের) স্বীয় মায়া, যদ্দ্বারা তিনি স্বয়ং মোহগ্রস্ত (মূঢ়) হইয়াছেন।

২০ প্রাণাতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ,
গুণা ইতি গুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ।

প্রাণ সমূহকে জানিয়া প্রাণকেই আত্মামনে করেন, পঞ্চমহাভূতকে জানিয়া পঞ্চমহাভূতকেই আত্মা মনে করেন, তথা তত্ত্বসমূহকে জানিয়া তত্ত্বসমূহকে আত্মা' মনে করেন।

২১ পাদাতি পাদবিদো বিষয়াতি তদ্বিদঃ,
লোকাতি লোকবিদো দেবাতি চ তদ্বিদঃ।

যিনি পাদ সমূহের জ্ঞাতা, তিনি পাদ সমূহকেই 'আত্মা' মনে করেন, যিনি বিষয় (ইন্দ্রিয় বিষয়) সমূহের জ্ঞাতা তিনি বিষয় সমূহকেই 'আত্মা' মনে করেন; যিনি লোক সমূহের জ্ঞাতা তিনি লোক সমূহকেই 'আত্মা' মনে করেন, আর যিনি দেবাদির জ্ঞাতা, তিনি দেবতাদিগকেই 'আত্মা' মনে করেন।

২২ বেদাতি বেদবিদো যজ্ঞাতিচ তদ্বিদঃ,
ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো ভোজ্যংতিচ তদ্বিদঃ।

যিনি বেদজ্ঞ অর্থাৎ বেদ বিষয়ে জ্ঞাতা, তিনি বেদকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞাতা, তিনি যজ্ঞকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি ভোক্তার জ্ঞাতা, তিনি ভোক্তাকে 'আত্মা' মনে করেন, আর যিনি ভোজ্য বিষয়ে জ্ঞাতা তিনি ভোজ্য বিষয়কেই 'আত্মা' মনে করেন।

২৩ সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ,
মূর্ত ইতি মূর্তবিদো' মূর্ত ইতি চ তদ্বিদঃ।

যিনি সূক্ষ্মদর্শী তিনি সূক্ষ্মকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি স্থূলদর্শী তিনি স্থূলকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি মূর্তদর্শী তিনি মূর্তকে আত্মা, মনে করেন, আর যিনি অমূর্তদর্শী তিনি অমূর্তকে 'আত্মা' মনে করেন।

২৪ কাল ইতি কালবিদো দিশা ইতি চ তদ্বিদঃ,
বাদা ইতি বাদবিদো ভূবনাতীতি তদ্বিদঃ।

যিনি কালজ্ঞ, তিনি কালকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি দিশাজ্ঞ তিনি দিক্‌কে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি বাদ বিশারদ, তিনি বাদকে 'আত্মা' মনে করেন, আর যিনি ভূঃবিদ তিনি ভূঃকে 'আত্মা' মনে করেন।

২৫ মনো ইতি মনোবিদো বুদ্ধি ইতি চ তদ্বিদঃ,
চিত্তং ইতি চিত্তবিদো ধর্মাধর্মো চ তদ্বিদঃ।

যিনি মনবিদ তিনি মনকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি বুদ্ধিমান তিনি বুদ্ধিকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি চিত্তবিদ, তিনি চিত্তকে আত্মা মনে করেন। যিনি ধর্মজ্ঞ, তিনি ধর্মকে 'আত্ম' মনে করেন।

২৬ পঞ্চবিংশক ইত্যেকে ষড়্‌বিংশ ইতি চাপরে,
একত্রিংশক ইত্যাহুঃঅনন্ত ইতি চাপরে।

কেহ কেহ বলেন, 'আত্মা' পঞ্চবিংশ তত্ত্ব, অন্য কেহ কেহ বলেন, 'আত্মা' ছাব্বিশ তত্ত্ব, অপর কাহারও মতে 'আত্মা' একত্রিশ তত্ত্ব আর কেহ কেহ বলেন 'আত্মা' অনন্ত তত্ত্বের সমূহ।

২৭ লোকাল্লোকবিদঃ প্রাহুরাশ্রমা ইতি তদ্বিদঃ,
স্ত্রীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরং অথাপরে।

যিনি লোকজ্ঞ তিনি লোককে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি আশ্রমকে জানেন, তিনি আশ্রমকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি 'লিঙ্গ' বিষয়ে জ্ঞাত তিনি স্ত্রী-পুরুষ নুপংক লিঙ্গকে 'আত্মা' মনে করেন, আর কেহ কেহ পর এবং অপরকেই 'আত্মা' মনে করেন।

২৮ সৃষ্টি ইতি সৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ,
স্থিতি ইতি স্থিতিবিদঃ সর্ব চেহ তু সর্বদা।

যিনি সৃষ্টিকে জানেন, তিনি সৃষ্টিকে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি প্রলয়কে জানেন তিনি প্রলয়কে 'আত্মা' মনে করেন, যিনি স্থিতিকে জানেন তিনি স্থিতিকে 'আত্মা' মনে করেন, এই সকল কল্পনা সর্বদা বিরাজমান।

২৯ যং ভাবং দর্শযেদ্ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি,
তং চাবতি ভূত বাসৌ তদ্গ্রহঃ সমুপৈতি তং।

যাহার সামনে যেই ভাব (বস্তু) আসে, সেই ভাব বা বস্তুকে যে 'আত্মা' মনে করে সে উহাকে সন্তুষ্ট করে এবং উহার আসক্তিই উহাকে সেইরূপ করিয়া দেয়।

৩০ এসৈর্ এর্ষো'পৃথগ্ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ,
এবং যো বেদ তত্ত্বেন কল্পয়েৎ সো'বিশঙ্কিতঃ।

এই সকল বস্তু অপৃথক হওয়া সত্ত্বেও তাহা নানা প্রকারে প্রতিভাত হইতেছে। ইহা যিনি যথার্থরূপে তত্ত্বত জানেন, তিনি অসংদিগ্ধ হইয়া বিচার করিতে সমর্থ হন।

৩১ স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব নগরং যথা,
তথা বিশ্বং ইদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ।

যেরূপ স্বপ্নে দেখা দেয়, যেরূপ মায়ায় দেখ দেয়, যেরূপ গন্ধর্ব নগর হয়; সেরূপ বেদান্তের অনুসার জ্ঞানিগণের নিকট এই বিশ্ব দেখা দেয়।

৩২ ননিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ,
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।

যেখানে নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই, সাধক নাই, মোক্ষের কামনাকারী নাই এবং মুক্তও কেহ নাই, ইহাই পরমার্থ সত্য।

৩৩ ভাবৈর্অসদ্‌ভিরেবায়ং অদ্বয়েন চ কল্পিতঃ,
ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব তস্মাদ্‌ অদ্বয়তা শিব।

অদ্বয়ের আধারে তথা অসদ্‌ বস্তুর (ভাবের) হিসাবেই আত্মার কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বয়ের অধারেই বস্তু (ভাব) সমূহের কল্পনা করা হইয়াছে—এই জন্য অদ্বয়তাই কল্যাণকর।

৩৪ নান্যভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথংচন,
ন পৃথংনাপৃথক্‌ কিঞ্চিদ্‌ তত্ত্ববিদো বিদুঃ।

এই যে আত্মার নানারূপ, ইহা ন তো অন্যভাবের দৃষ্টিতে ন স্বকীয় ভাবের দৃষ্টিতে, ইহা না পৃথক, না অপৃথক, ইহাকে যথার্থ তত্ত্ববিদেরাই জানেন।

৩৫ বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ,
নির্বিকল্পো হ্যং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমো'দ্বয়।

যিনি (মুনি) রাগ-ভয়-ক্রোধ রহিত তথা বেদ পারগু, তিনিই এই অদ্বয় নির্বিকল্প, প্রপঞ্চোপশমরূপ তত্ত্বকে দেখিয়াছেন।

৩৬ তস্মাদ্‌ এবং বিদিত্বৈনং অদ্বৈতে যোজয়েত স্মৃতিঃ,
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকং আচরেৎ।

এই জন্য ইহা জানিয়া স্বকীয় স্মৃতিকে অদ্বয়ে নিয়োজিত করিবে। অদ্বৈত (অদ্বয়) কে প্রাপ্ত করে লোককে (সংসারকে) জড়বৎ আচরণ করিবে।

৩৭ নিস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ,
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ।

স্তুতি করিবেনা, নমস্কার করিবেনা, স্পধা (স্বধা) করিবেনা, অনিশ্চিত (চলাচল) গৃহবাসী হইয়া যতিকে যথাভিরুচি ভ্রমণকারী হইতে হইবে।

৩৮ তত্ত্বং আধ্যাত্মিকং দৃষ্টবা তত্ত্বং দৃষ্টবা তু বাহ্যতঃ,
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদ্ অপ্রচ্যুতো ভবেৎ।

স্বীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া, স্বীয় বাহ্য তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া, তত্ত্বময় হইয়া, তত্ত্বপ্রসন্ন হইয়া, উক্ত তত্ত্বজ্ঞানে স্থিত থাকিবে, অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে চ্যুত হইবেনা।

গৌড়পাদীয় আগম শাস্ত্রের 'বৈতথ্য' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১ উপাসনাশ্রিতো ধর্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ততে,
প্রাগুৎপত্তেঽজং সর্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ।

ধর্ম উপাসনাশ্রিত এবং ব্রহ্মার উৎপত্তির পরই উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মার উৎপত্তির পূর্বে সমস্তই অজ (জন্মরহিত) ছিল, এই জন্য ধর্মকে 'বিচারা' বলা হইয়াছে।

২ অতো বক্ষ্যামি অকারপণ্যং অজাতি সমতাং গতং,
যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমং ততঃ।

এই জন্য আমরা উক্ত অকৃপণ অবস্থাকে বলিব, যেখানে জাতি নাই, এবং সর্বত্র জাতি রহিত; যাহাকিছু চারিদিকে জন্মগ্রহণ করিতেছে (প্রতীত হইতেছে), তাহা বস্তুতঃ কিছুই জন্মগ্রহণ করিতেছেনা।

৩ 'আত্মা' হ্যাকাশবজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈঃবোদিতঃ,
ঘটাদিবচ্চ সংঘাতৈর্জাতাবেতং নিদর্শনং।

যেমন আকাশ হইতে ঘটাকাশ হয়; কিন্তু উহার কোনও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ অঙ্গ সমূহের সংঘাত হইতে আত্মার কল্পনা করা হয়, যাহার কোনও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই।

৪ ঘটাদিস্থ প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা,
আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীবা ইহাত্মনি।

ঘটাদি নষ্ট হইলে যেরূপ ঘটাকাশাদি আকাশে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা ও আত্মাতে (ব্রহ্মতে) লীন হইয়া যায়।

৫ যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে,
ন সর্বে সম্প্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবা সুখাদিভিঃ।

যেমন একটি ঘটে (ঘটাকাশে) ধূলা বা ধুম লাগিলে, তাহা সর্বত্র লাগেনা; তদ্রূপ একটি জীব সুখী হইলে সমস্ত সুখী হয়না, একটি দুঃখী হইলে সকল দুঃখী হয়না। (এই জন্যই আত্মার তাত্ত্বিক অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে।)

৬ রূপাকার্যসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ,
আকাশস্য ন ভেদো'স্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ।

যেরূপ ঘট (বস্তু) সমূহের রূপ, কার্য তথা নাম যেখানে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আকাশে কোন প্রকারের ভেদ সৃষ্টি হয় না; তদ্রূপ জীবগণের ব্যাপারেও এই নির্ণয়। (এই জন্যই আত্মার তাত্ত্বিক অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে।

৭ নাকাশস্য ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা,
নৈবাত্মনঃ সদাজীবো বিকারাবয়বৌ তথা।

যেরূপ ঘটাকাশ আকাশের না বিকার না অবয়ব, তদ্রূপ'জীব' (আত্মা) 'ব্রহ্ম এর না বিকার, না অবয়ব; অর্থাৎ আত্মা নামক কোন বস্তুই নাই।

৮ যথা ভবতি বালানং গগনং মলিনং মলৈঃ,
তথা ভবত্যবুদ্ধানাং আত্মাপি মলিনো মলৈঃ।

যেমন অজ্ঞানিগণের মলে গগনও মলিন প্রতীত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানি গণের আত্মা (ব্রহ্ম) ও মলে মলিন প্রতীত হয়।

৯ মরণে সম্ভবেচৈব গত্যাগমনয়োর্অপি,
স্থিতঃ সর্বশরীরেষু আকাশেনৈব লক্ষণঃ।

মৃত্যু হইলে, জন্ম হইলে, যাওয়া হইলে, আসা হইলে, সমস্ত শরীরের মধ্যে আকাশবৎ ব্রহ্মই বিরাজমান।

১০ সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্বে আত্মমায়া বিসর্জিতঃ,
আদিক্যো সর্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে।

যত প্রকার সংঘাত (ব্যক্তিত্ব) আছে, তাহা সমস্তই স্বপ্নবৎ অলীক আত্মমায়ারই পরিণাম। এইখানে সংঘাত সমূহের সমানতা নাই, কোন উপপত্তিও নাই, এমনকি কাহারও অল্পাধিক্যও নাই।

১১ রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতা তৈত্তিরীয়কে,
তেষাং 'আত্মা' পরোজীবঃ স যথা সম্প্রকাশিতঃ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে রস আদি যে পঞ্চ (অন্নময়) কোষের বর্ণন আছে, তাহাদের যে 'জীব-আত্মা' তাহাও 'পরজীব' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম'ই—অভিপ্রায় 'আত্মা' (জীবাত্মা) এর কোনও অস্তিত্ব নাই।

১২ দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতং,
পৃথিব্যাং উদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ।

মধুবিদ্যা (বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণ) তে পৃথিবী তথা উদর আদি দুই দুইকে নিয়া আকাশের সমান ব্রহ্মকেই প্রকাশিত করা হইয়াছে।

১৩ জীবাত্মনোঅর্নান্যত্বং অভেদেন প্রশস্যতে,
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসং।

ব্রহ্ম হইতে পৃথক জীবাত্মার কোন অস্তিত্ব স্বীকার না করার যে প্রশংসা করা হইয়াছে এবং স্বীকারের যে নিন্দা করা গিয়াছে; এই উভয় মতের মধ্যে এরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে।

১৪ জীবাত্মনোঃ পৃথকত্বং যৎ প্রাগুৎপতেঃ প্রকীর্তিতং,
ভবিষ্যদ্ বৃত্যা গৌণং তং মুখ্যত্বং ন হি যুজ্যতে।

জীবাত্মার ব্রহ্ম হইতে যে পৃথক অস্তিত্ব (সৃষ্টির) উৎপত্তির পূর্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যত বৃত্তি হেতুক ; উহাকে প্রধানতা দেওয়া উচিৎ নহে।

১৫ মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা,
উপায়ঃ সো'বতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন।

মৃত্তিকা হইতে মৃতপাত্র, লোহ হইতে লোহপাত্র, এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নি আদির ন্যায় যে সৃষ্টির উৎপত্তি বুঝান হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য উপায় মাত্র। সুতরাং 'ব্রহ্ম' হইতে পৃথক 'জীবাত্মা'র কোন অস্তিত্ব নাই।

১৬ আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্ট দৃষ্টয়াঃ,
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থং অনুকম্পয়া।

হীন, মধ্যম, তথা উৎকৃষ্ট ভেদে যে ত্রিবিধ আশ্রম বিদ্যমান, তৎপ্রতি অনুকম্পা করিয়া 'উপাসনা' এর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (অন্যথা ইহা নিরর্থক।)

১৭ স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম,
পরস্পরং বিরুদ্ধয়ন্তে তৈর্অয়ং ন বিরুদ্ধয়তে।

স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসার 'আত্মা'র পৃথক অস্তিত্ব স্বীকারকারী দ্বৈতবাদী স্ব স্ব মতে দৃঢ় থাকে। তাঁহারা নিজের মধ্যে বিবাদ করে। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রকার মতভেদ নাই (বিবাদ নাই)।

১৮ অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্‌ভেদ উচ্যতে,
তেষাং উভয়থাদ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুদ্ধতে।

দ্বৈতবাদীরা যথার্থ আর ব্যবহার উভয়ই দ্বৈতমানেন, আমরা অদ্বৈতবাদীরা মানি যে, অদ্বৈতই (ব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন প্রকার

আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়া) পরমার্থ সত্য, দ্বৈত উহারই একভেদ (ব্যবহার সত্য); এই জন্য আমাদের সঙ্গে উহাদের কোনও বিরোধ নাই।

১৯ মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথংচন,
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্যতাং অমৃতং ব্রজেৎ।

এই যে জীবাত্মার ভিন্ন অস্তিত্বের প্রতিভাস হইতেছে ইহা মায়ারই কারণ, যেহেতু 'অজ'এর অন্যথাত্ব কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। যদি তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে 'ব্রহ্ম' হইতে 'জীব-আত্মা'এর পৃথক অস্তিত্ব হইয়া যায়, তাহা হইলে অমৃত মৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

২০ অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিং ইচ্ছন্তি বাদিনঃ,
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্যতাং কথং ইষ্যতি।

যাহারা বিবাদকারী তাহারা অজাতকে জাত বানাইতে চায়, যাহা অজাত, তাহাত অমৃত, তাহা মৃতত্বকে কি প্রকারে প্রাপ্ত করিতে পারে?

২১ ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যং অমৃতং তথা,
প্রকৃতেঅন্যথাভাবো ন কংথচিদ্ ভবিষ্যতি।

অমৃত মৃতভাব প্রাপ্ত হয় না, মৃতও অমৃতভাব প্রাপ্ত হয় না, প্রকৃতির অন্যথাভাব কোন প্রকারেও হয়না।

২২ স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্যতাং,
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ।

যাহার মতানুসার 'অমৃত' ভাবদ্বারাই 'মৃতভাব'কে প্রাপ্ত করে, তাহার মতানুসার কৃতক, অমৃত কি প্রকারে নিশ্চল থাকিতে পারে?

২৩ ভূততো'ভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমাশ্রুতিঃ,
নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তংচ যৎ তৎ ভবতি নেতরৎ।

যেই পর্যন্ত শ্রুতির বিষয়, কোথাও ভূত (অস্তিত্ব) হইতে সৃষ্টি মানা হইয়াছে, কোথাও অভূত হইতে। যাহা নিশ্চিত, যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহাই হয়, তাহা হইতে অন্যথা নহে।

২৪ নেহ নানেতি চাম্নায়াদ্ ইন্দ্রো মায়াভিইত্যপি,
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ।

এইখানে নানা নাই, শাস্ত্র (আম্নায়) এর এই কথনানুসার ইন্দ্র মায়া দ্বারা অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও বহুপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করেন প্রতীত হয়।

২৫ সম্ভূতেঅপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিসিদ্ধয়তে,
কোঽেনং জনয়েৎ ইতি কারণং প্রতিসিদ্ধয়তে।

শ্রুতিদ্বারা সম্ভূতি (উৎপত্তি) এর খণ্ডন হইলে উৎপত্তির নিষেধ হয়, এবং 'ইহাকে কে উৎপন্ন করে,' এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা উৎপত্তির কারণেরও নিষেধ হয়।

২৬ স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাতং নিহ্নুতে যতঃ,
সর্বং অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাজং প্রকাশতে।

যেহেতু শ্রুতি 'নেতি, নেতি' রূপে ব্যাখ্যাত, (সেহেতু) উহার নিষেধ করিতেছে; এইজন্য সকলের অগ্রাহ্য ভাব-হেতুর কারণ 'অজ' প্রকাশিত হইতেছে।

২৭ সতোহি মায়য়া জন্ম জুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ,
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে।

যাহা আছে, তাহার পুনঃ জন্ম মায়ার দৃষ্টিতে সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নহে। যাহার মতে তত্ত্বত জন্ম হয়, উহার অভিপ্রায় এই যে,—যাহা 'জাত' তাহারই জন্ম হয়।

২৮ অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে,
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।

যাহা নাই, তাহা হইতে তত্ত্বত মায়া দ্বারা জন্ম স্বীকার করা যায় না। বন্ধ্যা পুত্রের জন্ম না মায়া দ্বারা সম্ভব, না তত্ত্বত স্বীকার করা যায়।

২৯ যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ,
তথা জাগ্রত দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।

যেরূপ মায়ার কারণ স্বপ্নে মনের দ্বয়াভাস (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আভাস) হয়, তদ্রূপ মায়ার কারণ জাগ্রতাবস্থায়ও মনের দ্বয়াভাস (দ্রষ্টা ও দৃশ্যের আভাস) হয়।

৩০ অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ,
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগরন্ ন সংসয়ঃ।

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, স্বপ্নে মন অদ্বয়কে দ্বয় হিসাবে দেখে। তদ্রূপ ইহাও নিঃসংশয় যে জাগ্রত অবস্থায়ও মন অদ্বয়কেই দ্বয় হিসাবে দেখে।

৩১ মনোদৃশ্যং ইদং দ্বৈতং যৎ কিংচিৎ সচরাচরং,
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে।

যাহা কিছু সচরাচর জগৎ বিদ্যমান, ইহা দ্বৈত মনোদৃশ্য অর্থাৎ মনোময়। মন যখন স্বয়ং মননশীলতার ধর্ম ত্যাগ দেয়, তখন আর দ্বৈত থাকে না।

৩২ আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা,
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহাত।

যখন আত্ম (ব্রহ্ম) সাক্ষাৎকার হইলে মন সংকল্প-বিকল্প রহিত হইয়া যায়, তখন সে অমনস ভাবকে প্রাপ্ত হয়; যেহেতু গ্রহনকারী না থাকিলে, তখন গ্রাহ্য বিষয় কোথায় থাকিবে?

৩৩ অকল্পকং অজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে,
ব্রহ্ম জেয়ং অজং নিত্যং অজেনাজং বিবুধ্যতে।

সংকল্প বিকল্প বিহীন জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন জ্ঞান (মন) কে অজন্মা বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' জ্ঞেয়, অজ এবং নিত্য, অজ দ্বারা অজয়ের বোধ হয়।

৩৪ নিগৃহীতস্য মনসো নির্বিকল্পস্য ধীমতঃ,
প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সুষুপ্তে'ন্যো ন তৎসমঃ।

যে ধীমান, মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি সংকল্প-বিকল্প রহিত (নির্বিকল্পক) হইয়াছেন, এরূপ পুরুষের মনের অবস্থা (প্রচার) বিজ্ঞেয়। ইহা সুষুপ্তি অবস্থা হইতে ভিন্ন; কিন্তু তৎসম নয়।

৩৫ লীয়তে হি সুষুপ্তেতং নিগৃহীতং ন লীয়তে,
তদেব নির্ভয়ং 'ব্রহ্ম' জ্ঞানালোকং সমন্ততঃ।

সুষুপ্তি অবস্থাতে মন লীন হইয়া যায়, এবং নিগৃহীত অবস্থাতে মন লীন হয় না। উহাকে নির্ভয় 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে, তাঁহার চারিদিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত।

৩৬ অজং অনিন্দ্রং অস্বপ্নং অনামকং অরূপকং,
সকৃদ্ বিভাতং সর্বজ্ঞং নোপচারঃ কথংচন।

যিনি অজ, অনিন্দ্র, অস্বপ্ন, অনামক, অরূপক, স্বয়ং প্রকাশক, সর্বজ্ঞ, তাঁহার সমাধিতে কোনও প্রকার উপচার হয় না, অর্থাৎ সমাধির শেষ হয় না।

৩৭ সর্বাভিলাপবিগতঃ সর্বচিন্তাসমুত্থিতঃ,
সুপ্রশান্তঃ সকৃদ্জ্যোতিঃ সমাধিঅচলো'ভয়ঃ।

সমস্ত অভিলাষ বিগত অর্থাৎ সমস্ত অভিব্যক্তি হইতে পরে, সকল প্রকার চিন্তন হইতে মুক্ত, সুপ্রশান্ত, স্বয়ং প্রকাশক, অচল, অভয়, এই সমাধি।

৩৮ গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র নবিদ্যতে,
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানং অজাতি সমতাং গত।

যেইখানে চিন্তন থাকে না, যেইখানে কোন বস্তুর গ্রহন থাকে না, যেইখানে কোন প্রকার ত্যাগ হয় না, সেই আত্মস্তাবস্থায় চিত্ত (জ্ঞান) নিজের মধ্যেই স্থিত থাকে, অজন্মা তথা সমতা প্রাপ্ত করে।

৩৯ অস্পর্শযোগো নামৈষা দুদর্শঃ সর্বযোগিভিঃ,
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ।

ইহা অস্পর্শযোগ নামক যোগ, সমস্ত যোগীদ্বারা ইহা দূর্দর্শ অর্থাৎ সমস্তযোগী এ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, অভয় স্থানেও ভয়দর্শী যোগী ইহাতে ভীত হন।

৪০ মনসো নিগ্রহায়ত্তং অভয়ং সর্বযোগিণাং,
দুঃখক্ষয়ঃ, প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয় শান্তিরেব চ।

সমস্ত যোগীজনের নির্ভরতা, দুঃখক্ষয়, জ্ঞানপ্রাপ্তি তথা অক্ষয় শান্তি মনেরই নিগ্রহাধীন হয়।

৪১ উৎসেক উদধের্যদ্‌বদ্‌ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা,
মনসো নিগ্রহস্তাবদ্‌ ভবেদপরিখেদতঃ।

যেমন কুশাগ্রহের দ্বারা এক এক বিন্দু জল সেচন করিয়া সমুদ্র শুকান অসম্ভব প্রায়; তদ্রূপ অসাধারণ প্রয়ত্ন ব্যতীত মনকে নিগ্রহ করাও অসম্ভব প্রায়।

৪২ উপায়েন নিগৃহণীয়াদ্‌ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ,
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা।

কাম (কামনা) তথা ভোগ সমূহ দ্বারা বিক্ষুব্ধ চিত্তকে উপায় দ্বারা নিগ্রহ করিবে। তদ্রূপ লীন অবস্থায় প্রসন্ন চিত্তকেও সংযত করিবে;

যেহেতু কামনা সমূহের দ্বারা বিক্ষুব্ধ চিত্ত যেমন অবাঞ্ছনীয়, তদ্রূপ লীন বা ( মানসিক নিদ্রা ) ও অবাঞ্ছনীয়।

৪৩ দুঃখং সর্বং অনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্তয়েৎ,
অজং সর্বং অনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি।

সমস্ত জগৎ দুঃখময়, ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করত কামভোগ হইতে বিরত হইবে। ইহা 'সমস্ত অজ' এইরূপ স্মরণ করত উহাতে 'জাত' উৎপন্ন কামভোগ দেখিবে না।

৪৪ লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শাময়েৎ পুনঃ,
সকশায়ং বিজানিয়াচ্ছম প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।

যখন চিত্ত লীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে জাগ্রত করিয়া লও, আর যখন বিক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তখন উহাকে শান্ত করিয়া লও, স্বীয় কষায় (চিত্তমল) কে জানিয়া সমতা প্রাপ্ত চিত্তকে পুনঃ বিচলিত হইতে দিওনা।

৪৫ নাস্বাদয়ে সুখং তত্র নিঃসঙগ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ,
নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তং একী কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ।

যোগ সাধনার মধ্যে যে সুখের অনুভূতি হয়, উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা আসক্তি রহিত অবস্থাকে প্রাপ্ত করিবে। যদি নিশ্চল চিত্ত চঞ্চল হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে পুনঃ প্রযত্ন দ্বারা একাগ্র করিয়া লইবে।

৪৬ যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ,
অনিংগনং অনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎতদা।

যখন চিত্ত লীন অবস্থাও প্রাপ্ত না হয়, বিক্ষিপ্তাবস্থাও প্রাপ্ত না হয়; এবং অনিঙ্গন অর্থাৎ অচঞ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তথা আভাস (প্রতি ছায়া) মুক্ত হইয়া যায়, তখনই উহাকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়।

৪৭ স্বস্থং শান্তং সনির্বাণং অকথ্যং সুখং উত্তমং,
অজং অজেন জ্ঞেয়েন সর্বজ্ঞং পরিচক্ষতে।

স্বস্থ (নিজের মধ্যে স্থিত) শান্ত, সনির্বাণ, অকথ্য, উত্তম সুখ, অজ, জ্ঞেয় এবং 'অজ' এর পর্যায় যে চিত্ত তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা হয়।

৪৮ ন কশ্চিজ্জায়তে জীব সম্ভবোস্য ন বিদ্যতে,
এতৎ তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে।

কোনও জীব (আত্মা) জন্মগ্রহন করে না, ইহা সম্ভবও নহে। যাহা কাহারও জন্মগ্রহন না করার স্থিতি,—তাহাই উত্তম সত্য।

গৌড়পাদীয় আগম শাস্ত্রের 'অদ্বৈত' নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১ জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্,
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরং।

জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন, আকাশ সদৃশ বিস্তৃত জ্ঞান দ্বারা যিনি গগনোপম ধর্ম (সংস্কৃত তথা অসংস্কৃত ধর্ম) সমূহের বোধ প্রাপ্ত করিয়াছেন, সেই দ্বিপদ শ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধকে (বুদ্ধকে) নমস্কার করিতেছি।

২ 'অস্পর্শযোগো' বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখোহিতঃ,
অবিবাদো'বিরুদ্ধশ্চ দেশিতাস্তং নমাম্যহং।

সমস্ত প্রাণী জগতের হিত-সুখকর, বিবাদ রহিত, নিরোধ রহিত, 'অস্পর্শযোগ' নামক যোগের যিনি উপদেশ করিয়াছেন, সেই তথাগত বুদ্ধকে আমি নমস্কার করিতেছি।

৩ ভূতস্য জাতিং ইচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি,
অভূতস্যাপরে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরং।

কোন কোন মতবাদী বলিতেছেন—ভূত (সৎ) হইতেই উৎপতি হয়, আর কোন কোন মতবাদী বলিতেছেন যে, অভূত (অসৎ) হইতেই উৎপত্তি হয়; এরূপে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছেন।

৪ ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদ্ অভূতং নৈব জায়তে,
বিবদন্তো'দ্বয়া হ্যেবং অজাতিং খ্যাপয়ন্তিতে।

ভূত (সৎ) হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না, অভূত (অসৎ) হইতেও উৎপন্ন হয় না, (এইভাবে বিবাদ করেন) ইহাদের মতবাদ খণ্ডন করত

যিনি অন্বয়বাদী অর্থাৎ বৌদ্ধ তাঁহারা অজাতি (অনুৎপত্তি) বাদের অখ্যান (উপদেশ) করেন।

৫ খ্যাপ্যমানং অজাতিং তৈর্অনুমোদামহে বয়ং,
বিবদানো ন তৈ সার্ধং অবিবাদং নিবোধত।

উহাদের (বৌদ্ধদের) যে অজাতি (অনুৎপত্তি) বিষয়ক কথন, আমরা উহার অনুমোদন করিতেছি; উহার সহিত আমাদের কোনও বিবাদ নাই। আমাদের অবিবাদের কারণ শুনুন :—

৬ অজাতস্যৈব ধর্মস্য জাতিং ইচ্ছন্তি বাদিনঃ,
অজাতো হ্য অমৃতো ধর্মো মর্ত্যতাং কথং ইষ্যতি।

কোন কোন মতবাদী অজাতি (অনুৎপত্তি) হইতে উৎপত্তি (জাতি) প্রতিপাদন করেন। অজাতই অমৃত, তাহা কি প্রকারে মৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে?

৭ ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যং অমৃতং তথা,
প্রকৃতে'ন্যথাভাবো ন কথংচিৎ ভবিষ্যতি।

অমৃত ও মৃতত্ব প্রাপ্ত হয় না, আর মৃত ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃতি (স্বভাবধর্ম) এর কখনও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না।

৮ স্বভাবেনামৃতো যস্য ধর্মো গচ্ছতি মর্ত্যতাং,
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ।

যাঁহাদের মতানুসারে স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা দ্বারা অমৃত মৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাঁহাদের মতানুসারে স্বীয় কৃতক অবস্থায় অকৃত কি প্রকারে স্থিরভাব প্রাপ্ত হইতে পারে?

৯ সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজাপ্যকৃতা চ যা,
প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা।

যাহা স্বয়ং সিদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সহজা, যাহা অকৃত, যাহা স্বীয় স্বভাবকে ত্যাগ করে না, উহাকেই প্রকৃতি জানিবে।

১০ জরা মরণনির্মুক্তাঃ সর্বে ধর্মাঃ স্বভাবতঃ,
জরা মরণং ইচ্ছন্তা শ্চ্যন্তে তন্মণীষয়া।

সমস্ত ধর্ম (সংস্কৃত ধর্ম, অসংস্কৃত ধর্ম) স্বভাবতঃ জরা মরণ নির্মুক্ত। যাহারা জরা-মরণ মানে, তাহারা স্বীয় মান্যতার দরুণ জরা-মরণকে প্রাপ্ত করে।

১১ কারণং যস্য বৈ কার্যং কারণং তস্য জায়তে,
জায়মানং কথং অজং ভিন্নং নিত্যং কথং চ তৎ।

যাহাদের মতে কারণই কার্য, তাহাদের মতে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কারণ জন্মায়। যাহা জন্মায়, তাহা অজন্মা (অজ) কিরূপে হইতে পারে? তাহা (স্বীয় কার্য) নিত্য কি প্রকারে হইতে পারে?

১২ কারণাৎ যদ্ অনন্যত্বং অতঃ কার্য্যং অজং যদি,
জায়মাদ্দহি বৈ কার্যাৎ কারণং কথং ধ্রুবং।

যাহাদের মতে কারণ হইতে কার্য অনন্য, এবং কার্য যদি অজন্মা হয়; যেহেতু ইহা কারণ হইতে ভিন্ন নহে, তাহা হইলে উক্ত মতানুসারে কি প্রকারে সম্ভব হয় যে, কার্য জায়মান হওয়া সত্ত্বেও কারণ ধ্রুব?

১৩ অজাত বৈ জায়তে যস্যাং দৃষ্টান্তস্তস্য নাস্তি বৈ,
জাতচ্চ জায়মানস্য ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে।

যাহাদের মতে অজন্মা (অজ) হইতে উৎপত্তি মানা হয়, তাহাদের মতে নিশ্চয় করিয়া কোনও দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না; কারণ জায়মানের উৎপত্তি মানিলে অনবস্থা দোষ উৎপন্ন হয়।

১৪ হেতোর্আদি ফলং যেষাং আদির্হেতুঃ ফলস্য চ,
হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈর্উপবর্ণ্যতে।

যাহাদের মতে 'ফল' হেতুর আদি কারণ এবং 'হেতু' ফলের আদি কারণ, তাহারা 'হেতু' তথা 'ফল' উভয়কে অনাদি বলিবে কিরূপে ?

১৫ হেতোর্আদিং ফলং যেষাং আদির্হেতুঃ ফলস্য চ,
তথা জন্ম ভবেৎ তেষাং পুত্রজ জন্ম পিতুর্যথা।

যাহাদের মতে 'ফল' হেতুর আদি কারণ এবং 'হেতু' ফলের আদি কারণ, তাহাদের মতে কোনও বস্তুর জন্ম সেইরূপ সম্ভব, যেইরূপ পুত্র হইতে পিতার জন্ম।

১৬ সম্ভবে হেতুফলয়ো এষিতব্যঃ ক্রমঃ ত্বয়া,
যুগপৎ সম্ভবে যস্মাৎ অসম্বন্ধৌ বিষাণবৎ।

উৎপত্তি মানিলে হেতুফলের ক্রম অন্বেষণ করিতে হইবে, যদি বলা হয় যে, হেতুফল উভয়ই যুগপৎ উৎপত্তি হয়; তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধই থাকে না, যেমন গরুরসিং।

১৭ ফলাৎ উৎপদ্যমানঃ সন্ ন তে হেতুঃ প্রসিধ্যতি,
অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলং উৎপাদয়িষ্যতি।

ফল হইতে উৎপন্নমান তোমার যে হেতু তাহা কখনও অস্তিত্বের মধ্যে আসিতে পারে না, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ নহে। যখন হেতুই সিদ্ধ নহে, তখন সেই হেতু, ফল উৎপন্ন করিবে কি প্রকারে ?

১৮ যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিশ্চ হেতুতঃ,
কতরৎ পূর্ব উৎপন্ন যস্য সিদ্ধির্অপেক্ষয়া।

যদি 'ফল' হইতে হেতুর উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, এবং হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কেই পূর্ব উৎপন্ন, যাহার অপেক্ষায় দ্বিতীয়ের উৎপত্তি হয় ?

১৯ অশক্তিঅপরিজ্ঞানং ক্রম-কোপো'থবা পুনঃ,
এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈর্অজাতিঃ পরিদীপিতা।

অশক্তি হইলে, অপরিজ্ঞান হইলে অথবা ক্রমে ব্যথিক্রম হইলে, এই সকল কারণেই বৌদ্ধেরা অজাতিবাদের দেশনা করিয়া থাকেন।

২০ বীজাংকুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি নঃ,
ন চ সাধ্যসম হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্য যুজ্যতে।

(তোমাদের) বীজাংকুর দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য সর্বদা সাধ্যেরই সমান। যাহা স্বয়ং সাধ্যসম, এরূপ হেতু সাধ্য সিদ্ধিতে উপযুক্ত (সমর্থ) নহে।

২১ পূর্বাপরাপরিজ্ঞানং অজাতেঃ পরিদীপকং,
জায়মানাৎ ধি বৈ ধর্মাৎ কথং পূর্ব ন গৃহ্যতে।

পূর্বাপর অর্থাৎ পূর্বকোটি তথা পরকোটি বিষয়ে অজ্ঞাত অজাতিবাদের সমর্থক। যদি ধর্ম সমুহ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহারা কিরূপেই উহাদের পূর্ব কোটি জানিবে না?

২২ স্বতো বা পরতো বাপি নকিংচিৎ বস্তু জায়তে,
সদসদ্ সদসদ্ বাপি ন কিংচিৎ বস্তু জায়তে।

স্বতঃ অথবা পরতঃ কোন বস্তু উৎপন্ন (জন্ম) হয় না, আর বিদ্যমান কিম্বা অবিদ্যমান হইতেও কোন বস্তু জাত হয় না।

২৩ হেতুর্ন জায়তে'নাদিঃ ফলং বাপি স্বভাবতঃ,
আদির্ন বিদ্যতে যস্য তস্য জাতির্ন বিদ্যতে।

যাহার কোন আদি নাই, স্বভাবতঃ উহার কোন হেতুও নাই, ফলও নাই আর যাহার আদি নাই, উহার জাতি (জন্ম) ও নাই।

২৪ প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং অন্যথা দ্বয়নাশতঃ,
সংক্লেশস্যোপলব্ধেশ্চ পরতন্ত্রাস্তিতা মতা।

প্রজ্ঞতি যে কোন (পদার্থের নাম) হইলে তন্নিমিত্ত (যথার্থ বস্তু) ও সিদ্ধ হয়, অন্যথা উভয়েরই বিনাশ সিদ্ধ হয়। এইরূপ সংক্লেশ (চিত্তমল) এর উপলব্ধিও ইহাকে সিদ্ধ করিতেছে যে, তাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ জাতি (উৎপত্তি) সিদ্ধ হয়।

এই আপত্তির নিরাকরণ :—

২৫ প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং ইষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ,
নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বং ইষ্যতে ভূতদর্শনাৎ।

উপরি উক্ত উক্তি অনুসার ইহা ইষ্ট যে, প্রজ্ঞপ্তির নিমিত্তও স্বীকার করা যায়, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানানুসার আমাদের ইহাই বলা ইষ্ট যে, নিমিত্ত বাস্তবিক নিমিত্তই নহে।

২৬ চিত্তং ন সংস্পর্শত্যর্থং নার্থাভাসং তথৈব চ,
অভূতো হি যতশ্চর্থো নার্থাভাসস্ততঃ পৃথক।

চিত্ত যথার্থত কোনও অর্থ (বস্তু) স্পর্শ করে না, তদ্রূপ কোন প্রকার অর্থাভাসও স্পর্শ করে না। যখন অর্থই অভূত (অযথার্থ), তখন অর্থাভাসেরও পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই।

২৭ নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পর্শত্যধ্বসু ত্রিষু,
অনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং তস্য ভবিষ্যতি।

চিত্ত (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ) এই তিন কালে কোন নিমিত্ত (বস্তু) স্পর্শ করে না, যখন নিমিত্ত (বস্তু) এরই অস্তিত্ব নাই; তখন উহার বিপর্যাস (মিথ্যা জ্ঞান) এর অস্তিত্ব কোথা হইতে হইবে?

২৮ তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে,
তস্য পস্যন্তি যে জাতিং খে বৈ পস্যন্তি তে পদং।

এই জন্য না চিত্ত উৎপন্ন হয়, আর না চিত্তের বিষয় (চিত্তদৃশ্য) উৎপন্ন হয়। তাই যাহারা চিত্তের উৎপত্তি (জাতি) দেখেন, তাহারা আকাশে পদচিহ্ন দেখিতে পায়।

২৯ অজাতং জায়তে যস্মাৎ অজাতিঃ প্রকৃতিস্তথা,
প্রকৃতে অন্যথাভাবো ন কথংচিৎ ভবিষ্যতি।

যেহেতু উৎপত্তি (জাতি) স্বীকার কারীদের মতানুসার 'অজাত' হইতেই উৎপত্তি (জাতি) হইতেছে, ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, অজাতিই স্বভাব (প্রকৃতি)। স্বভাবের (প্রকৃতির) পরিবর্তন (অন্যথাভাব) কোন প্রকারেই হইবে না।

৩০ অনাদেরন্তবত্ত্বং চ সংসারস্য ন সেৎস্যতি,
অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্য ন ভবিষ্যতি।

অনাদি সংসারকে যেমন সান্তমানা সম্ভব নহে, তদ্রূপ যেই মোক্ষের আদি আছে, তাহাকেও অনন্ত মানা সম্ভব হইবে না।

৩১ আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানে'পিতদ্ তথা,
বিতথেঃ সদৃশাঃ সন্তো'বিতথা ইব লক্ষিতাঃ।

যাহা আদিতেও নাই, অন্তেও নাই, তাহা বর্তমানেও থাকিতে পারে না। অবাস্তবিকের সমান হইলেও বাস্তবিকের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

৩২ সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে'পি প্রতিপদ্যতে,
তস্মাৎ আদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতঃ।

স্বপ্নে প্রতিপন্ন অনুভবও নিষ্প্রয়োজন হয় না, এই জন্যই উহার 'আদি' এবং 'অন্ত' হইলেও তাহাদিগকে মিথ্যা মানা গিয়াছে।

৩৩ সর্বে ধর্মা মৃষা স্বপ্নে কায়স্যান্তর নিদর্শনাত,
সংবৃত্তে'স্মিন প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কুতঃ।

শরীরাভ্যন্তরে স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত দৃশ্য (ধর্ম) মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, এই সীমিত সংবৃত্ত প্রদেশে (শরীরে) দৃশ্য পদার্থ সমূহের দর্শন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

৩৪ নযুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্যানিয়মাৎ গতৌ,
প্রতিবুদ্ধাশ্চ বৈ সর্বস্তস্মিং দেশে ন বিদ্যতে।

চলিয়া যাওয়াতে (স্বপ্নে) যে দর্শন হয়, কালের গতি অনিয়মিত হওয়ার দরুণ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ জাগ্রত হইলে তখন কোন বস্তু স্বয়ং উক্ত প্রদেশে পাওয়া যায় না।

৩৫ মিত্রাদ্যৈঃ সহ সম্মন্ত্রয় প্রবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে,
গৃহীতং চাপি যৎ কিংচিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি।

স্বপ্নে যে সকল মিত্রাদির সঙ্গে মন্ত্রণা করা হয়, জাগ্রত হইলে তাহা পাওয়া যায় না, আর যাহা কিছু (স্বপ্নে) গ্রহণ করা হয়, তাহা জাগ্রত হইলে দেখা যায় না।

৩৬ স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ পৃথক অন্যস্য দর্শনাৎ,
যথা কায়স্তথা সর্বং চিত্তদৃশ্যং অবস্তুকং।

স্বপ্নে যে শরীর দেখা যায়, তাহা অবাস্তবিক, যেহেতু অন্য শরীরের পৃথক দর্শন হয়। যেমন শরীর, তদ্রূপ সমস্ত চিত্তদৃশ্যও অবাস্তবিক হয়।

৩৭ গ্রহণাজ্জাগরিত্বাত তৎহেতুঃ স্বপ্ন ইষ্যতে,
তৎহেতুত্বাচ্চ তস্যৈব সজ্জাগরিতং ইষ্যতে।

স্বপ্নের অনুভব জাগ্রতের সমান হওয়াতেই স্বপ্নকে জাগরণের 'ফল' অথবা জাগরণকে স্বপ্নের 'হেতু' বলা হয়। জাগরণ স্বপ্নের হেতু হওয়ার কারণ, জাগরণ স্বপ্ন দ্রষ্টার জন্য বাস্তবিক।

৩৮ অসজ্জাগরিতে দৃষ্টবা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়,
অসৎ স্বপ্নে'পি দৃষ্টবা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি।

জাগ্রতাবস্থায় অযথার্থ (অসদ্) বস্তুকে দেখিলে, উহার স্মরণ রাখিলে স্বপ্নেও উহা দেখা যায়। স্বপ্নে দেখা দিলেও উহা জগ্রতাবস্থায় দেখা যায় না।

৩৯ বিপর্যাসাৎ যথাজাগ্রত অচিন্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ,
তথা স্বপ্নে বিপর্যাসাৎ ধর্মাস্তত্রৈব পশ্যতি।

যেমন জাগ্রতাবস্থায় বিপর্যয় হইলেও অচিন্ত্য পদার্থ সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ বিপর্যয় হইলেও স্বপ্নে নানা প্রকার পদার্থ (ধর্ম) প্রতীয়মান হয়।

৪০ উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ অজং সর্বং উদাহৃতং,
ন চ ভূতাৎ অভূতস্য সম্ভবো'স্তি কথংচন।

উৎপত্তির সিদ্ধান্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়াতে সর্বত্র অনুৎপত্তি (অজ) এর সিদ্ধান্ত উদাহৃত হয়। ভূত (বিদ্যমান) হইতে অভূত (অবিদ্যমান) এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নহে।

৪১ নাস্ত্যসৎহেতুকং অসৎ সৎ অসৎহেতুকং তথা,
সচ্চ সৎহেতুকং নাস্তি সৎহেতুকং অসৎ কুতঃ।

এরূপ 'অসৎ' নাই, যাহার উৎপত্তি 'অসৎ' হইতে হইয়াছে; এরূপ 'সৎ' ও নাই, যাহার উৎপত্তি 'অসৎ' হইতে হইয়াছে, এরূপ 'সৎ' ও নাই, যাহার উৎপত্তি 'সৎ' হইতে হইয়াছে; এরূপ 'অসৎ' কোথায়, যাহার উৎপত্তি 'সৎ' হইতে হইয়াছে।

৪২ উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ অস্তিবস্তুত্ব বাদিনাং,
জাতিস্তু দেসিতা বুদ্ধৈর্অজাতেস্ত্রস্তাং সদা।

ইন্দ্রিয় সমূহের সামান্য অনুভব তথা অভ্যাসানুসার যে সকল লোক বস্তু সমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এইরূপ অনুৎপত্তির (অজাতির) জ্ঞানে ভীত লোকের জন্যই বুদ্ধ উৎপত্তির (জাতির) দেশনা করিয়াছেন।

৪৩ অজাতেস্ত্রস্তাং তেষাং উপলম্ভাৎ বিয়ন্তি যে,
জাতিদোষা ন সেৎস্যন্তি দোষো'প্যল্পো ভবিষ্যতি।

যাহারা ইন্দ্রিয় সমূহের সামান্য অনুভবের কারণ ভয়ভীত হয়, তাহারা 'অজাতি' এর জ্ঞান দ্বারা ভীত ব্যক্তিদিগকে জাতির দোষে দোষী করিতে পারে না, যদিও করে, তাহা হইলে অতি অল্পই হইবে।

৪৪ উপলম্ভাৎ সমাচারান্ মায়াহস্তী যথোচ্যতে,
উপলম্ভাৎ সমাচরাৎ অস্তিবস্তু তথোচ্যতে।

যেরূপ ইন্দ্রিয় সমূহের সামান্য অনুভব তথা অভ্যাস হেতু মায়া হস্তির অস্তিত্বও স্বীকার করা হয়; তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সমূহের সামান্য অনুভব তথা অভ্যাসের কারণ বস্তু সমূহেরও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

৪৫ জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈবচ,
অজাচলং অবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তং অদ্বয়ং।

যে বিজ্ঞান (চিত্ত) শান্ত, অদ্বয়, তাহা 'অজ' হওয়াতেও উৎপত্তির আভাস প্রদান করে; অচল, স্থির হওয়াতেও অস্থিরতার আভাস প্রদান করে; এবং এরূপ অবস্তু হওয়াতেও বস্তুরূপের আভাস প্রদান করে।

৪৬ এবং ন জায়তে চিত্তং এবং ধর্মা অজাঃ স্মৃতাঃ,
এবমেব বিজানন্তো ন পতন্তি বিপর্যয়ে।

এরূপ চিত্ত জন্ম গ্রহণ করে না, এরূপে বিত্তের বিষয় ধর্মও অজন্মা জানিবে। এরূপে জ্ঞাত বক্তি বিপর্যয়ে পতিত হয় না।

৪৭ ঋজুবক্রাদিকাভাসং অলাতং স্পন্দিতং যথা,
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানং স্পন্দিতং তথা।

যেরূপ ঘূর্ণায়মান মশাল সোজা কিম্বা বক্র আদি প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিজ্ঞান (চিত্ত) স্পন্দিত হইলে গ্রহণ (বিষয়) তথা (বিষয়ের) গ্রাহক চিত্ত রূপে প্রতীত হয়।

৪৮ অস্পন্দমানং অলাতং অনাভাসং অজং যথা,
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানং অনাভাসং অজং তথা।

যেরূপ স্থির মশাল বক্র-আদি কোন প্রকার আভাস হয় না, কিম্বা চক্রাদি রূপ উৎপন্ন হয় না; তদ্রূপ স্পন্দন রহিত বিজ্ঞানও আভাস রহিত তথা জন্ম রহিত হয়।

৪৯ অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ,
ন ততো'ন্যত্র নিস্পন্দান্ নালাতং প্রবিশন্তিতে।

মশাল ঘুরাইলে যে চক্র (আভাস) উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কোথা হইতেও (আসে না) উৎপন্ন হয় না, এবং যখন ঘুরান বন্ধ হয়, তখনও তাহা কোথাও অন্যত্র যায় না, আর তাহা মশালেও প্রবেশ করে না।

৫০ ন নির্মাতা অলাতাৎ দ্রব্যত্বাভাব যোগতঃ,
বিজ্ঞানে'পি তথৈব স্যুর্আভাসস্যাবিশেষতঃ।

দ্রব্যত্ব অভাব হেতু মশাল চক্র মশালের বাইরে কোথাও যায় না, তদ্রূপ বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন আভাসও কোনরূপ বিশেষতা না থাকায়, বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন আভাসও বিজ্ঞান বহির্ভূত কোথাও যায় না।

৫১ বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ,
ন ততো'ন্যত্র বিজ্ঞানৎ ন বিজ্ঞানং বিশন্তিতে।

বিজ্ঞান (চিত্ত) চঞ্চল হওয়াতে আভাস (চিত্ত বিষয়) বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্যত্র কোথা হইতেও উৎপন্ন হয় না। যখন বিজ্ঞান স্থির হয়, তখনও বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত ইহারা অন্যত্র কোথাও স্থির হয় না; এবং উহারা বিজ্ঞানেও প্রবেশ করে না।

৫২ ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ,
কার্যকারণতাভাবাৎ যতো'চিন্ত্যাঃ সদৈব তে।

দ্রব্যত্ব অভাব হেতু উহারা বিজ্ঞান হইতে বাহির কোথাও যায় না, যেহেতু-কার্য-কারণ ভাবের অভাব হওয়াতে উহারা দর্বদা অচিন্ত্যই।

৫৩ দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাৎ অন্যৎ অন্যস্য চৈবহি,
দ্রব্যত্বং অন্যভাবো বা ধর্মানাং নোপপদ্যতে।

দ্রব্য দ্রব্যের হেতু হইতে পারে, এক বস্তু অপর বস্তুর হেতু হইতে পারে ; কিন্তু ধর্ম সমূহ (চিত্ত বিষয়) এর দ্রব্যত্ব অথবা পরস্পর ভিন্নভাব যুক্তি সঙ্গত নহে।

৫৪ এবং ন চিত্তজা ধর্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধর্মজং,
এবং হেতু ফলাজাতিং প্রবিশন্তি মনীষিণঃ।

এভাবে নতো ধর্মসমূহ (চিত্ত বিষয়) এর উৎপত্তি চিত্ত হইতে হইয়াছে, নতো চিত্তের উৎপত্তি ধর্ম সমূহ (চিত্ত বিষয়) হইতে হইয়াছে। এরূপে মনীষীগণ হেতু-ফলের অনুৎপত্তির (অজাতির) সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতেছেন।

৫৫ যাবৎহেতুফলাবেশঃ তাবৎহেতু ফলোৎভবঃ,
ক্ষীণে হেতু ফলাবেশে নাস্তি হেতুফলোৎভবঃ।

যেই পর্যন্ত হেতু ফলের প্রতি আসক্তি থাকিবে, সেই পর্যন্ত হেতু ফলের উৎপত্তি থাকিবে, যখন হেতু ফলের আসক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন হেতু ফলের উৎপত্তিও থাকিবে না।

৫৬ যাবৎহেতুফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ,
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারো নোপপদ্যতে।

সেই পর্যন্ত হেতু ফলের প্রতি আসক্তি থাকিবে, সেই পর্যন্ত সংসারের বিস্তার থাকিবে, যখন হেতু-ফলের আসক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন সংসার উৎপত্তি রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

৫৭ সংবৃত্যা জায়তে সর্বং শাশ্বতং তেন নাস্তি বৈ,
স্বভাবেন হ্যজং সর্বং উচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ।

সংবৃত্তি (ব্যবহারিক) সত্যের দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইহারা শাশ্বত নহে। স্বাভাবিক (তাত্ত্বিক) দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই অনুৎপন্ন (অজ), এই জন্য নিশ্চিত ইহারা উচ্ছেদও নহে।

৫৮ ধর্মা যেতি জায়ন্তে সংবৃত্যা তেন তত্ত্বতঃ,
জন্ম মায়োপমং তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে।

যে সমস্ত ধর্ম (চিত্ত বিষয়) সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহারা জন্ম হইতেছে, এই কথন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সত্য, কিন্তু তত্ত্বত সত্য নহে। উহার জন্ম মায়োপম এবং উহা মায়াও নহে।

৫৯ যথা মায়াময়াদ্ বীজাজ্জায়তে তন্ময়োঽঙ্কুরঃ,
নাসৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদো তদ্বদ্ ধর্মেষু যোজনা।

যেমন মায়াময় বীজ হইতে মায়াময় অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, উচ্ছেদ স্বভাব সম্পন্নও নহে; তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম (চিত্ত বিষয়) সমূহের যোজনা জানিবে।

৬০ নাজেষু সর্বধর্মেষু শাশ্বতাশাশ্বতাভিধা,
যত্র বর্ণা ন বর্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে।

যখন সমস্ত ধর্ম (চিত্ত বিষয়) অজ (অজন্মা), তখন কিছুই শাশ্বত উচ্ছেদের কোন কথনই উঠিতে পারে না। যেখানে বাণী পৌঁছিতে পারে না, সেখানে বিবেক (ভেদ) করা যায় না।

৬১ যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া,
তথা জাগ্রৎ দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া।

যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় মায়া দ্বারা বশীভূত চিত্তের গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিবিধাভাস বোধ হয়, তদ্রূপ জাগ্রতাবস্থায়ও মায়া দ্বারা বশীভূত চিত্তের গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিবিধাভাস বোধ হয়।

৬২ অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ,
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং চিত্তং জাগ্রন্ন সংশয়।

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, স্বপ্নেতে অদ্বয় চিত্তের ও গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিবিধাভাস হয়, তদ্রূপ ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, জাগ্রতাবস্থাতেও অদ্বয় চিত্তের (গ্রাহ্য-গ্রাহক) দ্বিবিধাভাস বোধ হয়।

৬৩ স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্,
অণ্ডজান্ স্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা।

৬৪ স্বপ্নদৃক্ চিত্ত দৃশ্যাস্তে ন বিন্দ্যাস্তে ততঃ পৃথক,
তথা তৎ দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্ চিত্তং ইষ্যতে।

দশদিকে স্থিত যে সমস্ত অণ্ডজ, স্বেদজাদি জীব সমূহকে স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বদা বিচরণ করিতে দেখে, তাহা অর্থাৎ স্বপে দৃষ্ট জীব সমূহ চিত্তেদৃষ্ট দৃশ্য মাত্র। চিত্ত হইতে উহাদের পৃথক কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তদ্রূপ যে এই চিত্তকে দেখে, তাহা স্বপ্ন দ্রষ্টার চিত্তই জানিতে হইবে।

৬৫ চরং জাগরিতে জাগ্রদ্ দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান,
অণ্ডজান্ স্বেদজান বাপি জীবান্ পশ্যতি যান সদা।

৬৬ জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক ;
তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তং ইষ্যতে।

দশদিকে স্থিত যে সকল অণ্ডজ, স্বেদজ জীবসমূহকে জাগ্রতাবস্থাতে দ্রষ্টা সর্বদা বিচরণ করিতে দেখে, তাহারা সকলে জাগ্রতাবস্থায় দৃশ্য জীব চিত্তকে দেখা দেয়—দৃশ্যমাত্র। চিত্ত হইতে পৃথক উহাদের কোনও

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এইরূপে যে এই চিত্তকে দেখে, সে জাগ্রতাবস্থাতেও দ্রষ্টার চিত্তই জানিতে হইবে।

৬৭ উভে হ্যন্যোন্যদৃশ্যে তে কিং তদ্ অস্তীতি চোচ্যতে,
লক্ষণাশূন্যং উভয়ং তন্মতেনৈব গৃহ্যতে।

ইহারা (চিত্ত ও চিত্ত বিষয়) উভয়েই অন্যোন্যাশ্রিত বলা হইয়াছে; কিন্তু ইহাও বলা উচিৎ ছিল যে, ইহারা উভয়েই কি? ইহারা উভয়েই লক্ষণ রহিত। উহার গ্রহণ উহার দ্বারা সম্বন্ধিত পূর্ব চেতনারই কারণ হয়।

৬৮ যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তে'পিচ,
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

৬৯ যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তে'পিচ,
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

৭০ যথা নির্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তে'পিচ,
তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ।

যেমন স্বপ্নময় জীব উৎপন্ন হয়, মৃত্যু হয়, যেমন মায়াময় জীব উৎপন্ন হয়, মৃত্যু হয়, যেমন মন্ত্র বলাদি দ্বারা নির্মিত জীব উৎপন্ন হয়, মৃত্যু হয়, তদ্রূপ সমস্ত জীব উৎপন্ন হয়, পরন্তু থাকে না।

৭১ ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবো'স্য ন বিদ্যতে,
এতৎ তৎ উত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে।

কোনও জীবের জন্ম হয় না, ইহার কোনও সম্ভাবনাও নাই। ইহাই সেই উত্তম সত্য যেখানে কোথাও কিছু জন্ম গ্রহণ করে না।

৭২ চিত্তস্পন্দিতং এবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবৎ দ্বয়ং,
চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যং অসংগং তেন কীর্তিতং।

এই যে গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিভাব, যাহা কেবল চিত্ত স্পন্দন মাত্রই। এই জন্য চিত্তকে নির্বিষয়, নিত্য তথা অসংগ বলা হইয়াছে।

৭৩ যো'স্তি কল্পিতসংবৃত্ত্যা পরমার্থেন নাস্তি অসৌ,
পরতন্ত্রো'ভিসংবৃত্ত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ।

যাহার অস্তিত্ব কল্পিত, অর্থাৎ সংবৃত্য মাত্র, উহার পারমার্থিক (তাত্ত্বিক) কোন অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব পরতন্ত্র, উহা সংবৃত্তি সত্য মাত্র, উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই।

৭৪ অজঃ কল্পিত সংবৃত্ত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ,
পরতন্ত্রো'ভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্ত্যা জায়তে তু সঃ।

যাহাকে 'অজ' বলা হয়, তাহাও কল্পিত, তাহাও সংবৃত্তি, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা অজও নহে; কারণ যাহা পরতন্ত্র, তাহা অভিনিষ্পত্তি সংবৃত্তি দ্বারা জন্মগ্রহণ করে।

৭৫ অভূতাভিনিবেষো'স্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে,
দ্বয়াভাবং স বুদ্ধ্বৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে।

অবিদ্যমানের প্রতি আসক্তি, গ্রাহ্য-গ্রাহক দ্বিভাব তথায় নাই, যখন উহা গ্রাহ্য-গ্রাহকের দ্বিভাবের অভাবকে জানিয়া লয়; তখন অভিনিবেশ নিমিত্ত রহিত হইয়া যায়, এবং উহার আর উৎপত্তি হয় না।

৭৬ যদা ন লভতে হেতুন উত্তমাধম মধ্যমান্,
তদা ন জায়তে চিত্তং হেত্বাভাবে ফলং কুতঃ।

যখন উত্তম, অধম ও মধ্যম হেতুর অভাব হইয়া যায়, অর্থাৎ লাভ না করে, তখন চিত্তের উৎপত্তি হয় না, কারণ হেতুর অভাবে ফল কোথায়?

৭৭ অনিমিত্তস্য চিত্তস্য যানুৎপত্তিঃ সমাদ্বয়া,
অজাতসৈব সর্বস্য চিত্তদৃশ্যং হি তৎ যথা।

যেমন চিত্তের কোন নিমিত্ত না থাকিলে উৎপত্তি অদ্বয় হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত অজাতের দৃশ্যই ( বিষয়ই ) চিত্ত উৎপত্তির কারণ।

৭৮ বুদ্ধবা'নিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথক অনাপ্নুবত,
বীতশোকং তদা'কামং অভয়ং পদং অশ্রুতে।

যখন সত্যই অনিমিত্তের জ্ঞান হয় এবং চিত্তের কোন পৃথক হেতু থাকে না, তখন তাহা শোক রহিত, কামনা রহিত, অভয়পদকে প্রাপ্ত করে।

৭৯ অভূতাভিনিবেষাদ্‌হি সদৃশে তত প্রবর্ততে,
বস্ত্বাভাবং স বুদ্ধবৈব নিঃসংগং বিনিবর্ততে।

অবিদ্যমানের প্রতি অভিনিবেশ হইলে উহার সদৃশই প্রবৃত্তি হয়। যখন বস্তুর ( তাত্ত্বিক ) অভাববোধ হইয়া যায়, তখন চিত্ত নিঃসংগ হইয়া ফিরিয়া আসে।

৮০ নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য নিশ্চলা হি তদাস্থিতিঃ,
বিষয়ঃ সহি বুদ্ধানাং তত সাম্যং অজং অদ্বয়ং।

যখন চিত্ত একবার বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ প্রবৃত্ত হয় না, তখন উহাকে নিশ্চল স্থিতি বলা হইয়াছে। ইহা বুদ্ধগণের বিষয়—ইহা সাম্য তত্ত্ব, ইহা অজ তত্ত্ব, ইহা অদ্বয় তত্ত্ব।

৮১ অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং প্রভাতং ভবতি স্বয়ং,
সকৃদ্ বিভাতি হ্যেবৈষা ধর্মোধাতুঃ স্বভাবতঃ।

অজ ( জন্ম রহিত ), অনিদ্র ( নিদ্রা রহিত ), অস্বপ্ন ( স্বপ্ন রহিত )। স্বয়ং প্রকাশমান, ইহা ধর্ম ধাতু স্বভাব দ্বারাই একবার প্রকাশিত হয়।

৮২ স্বয়ং আবৃয়তে নিত্যং দুঃখং বিব্রিয়তে সদা,
যস্য কস্য চ ধর্মস্য গ্রহেণং ভগবান্ অসৌ।

৮৩ অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তি নাস্তীতি বা পুনঃ,
চলস্থিরোভয়াভাবৌবৃণোত্যেব বালিশঃ।

৮৪ কোটয়শ্চতস্রেতাস্তু গ্রহের্যাসাং সদাবৃতঃ,
ভগবানাভিঅস্পৃষ্টো যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্।

যে কোন ধর্ম ( চিত্ত বিষয় ) কে আসক্তি পূর্বক গ্রহণ করিলে সুখ সর্বদা আবৃত থাকে আর দুঃখ সর্বদা বিবৃত ( অনাবৃত ) থাকে। মুর্খলোকেরাই ভগবান ( নির্বাণ ) কে স্থির মানার দরুণ ( অস্তি ) আছে, গতিশীল মানার দরুণ ( নাস্তি ) নাই, স্থির তথা গতিশীল, উভয় মানার দরুণ ( অস্তি নাস্তি ) আছে-নাই, আর উভয়ের অভাব মানার দরুণ ( নাস্তি নাস্তি ) নাই, নাই বলিয়া থাকেন। এই চতুষ্কোটিকে আসক্তি পূর্বক গ্রহণ দ্বারা ভগবান ( নির্বাণ ) সর্বদা আবৃত রহিয়াছে ; কিন্তু বাস্তবতঃ তিনি এই সবের দ্বারা অস্পৃষ্ট। যিনি এই সত্যটুকু দর্শন করিয়াছেন, তিনিই সর্বদৃক, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

৮৫ প্রাপ্য সর্বজ্ঞতাং কৃৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদং অদ্বয়ং,
অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিং অতঃ পরমীহতে।

সর্বজ্ঞতা, ব্রাহ্মণ্যতা, তথা অদ্বয় ভাব, এই সকল আদি মধ্যান্ত রহিত ভাবকে প্রাপ্ত করিলে অধিক আর কিই বা বাকী থাকে ?

৮৬ বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে,
দমঃ প্রকৃতিদান্তত্বাদ্ এবং বিদ্বান্ শমং ব্রজেত।

ইহা বুদ্ধিমানদের ( বিপ্রদের ) বিনয়, ইহাকেই স্বাভাবিক শান্তি বলা হয়। ইন্দ্রিয় ( প্রকৃতি ) সমূহ দমন করার জন্য ইহাকেই 'দম' বলা হয়। জ্ঞানিগণ জানিয়াই শান্তিকে প্রাপ্ত করে।

৮৭ স বস্তু সোপলম্ভং চ দ্বয়ং লৌকিকং ইষ্যতে,
অবস্তু সোপলম্ভং চ শুদ্ধং লৌকিকং ইষ্যতে।

৮৮ অবস্তুবস্তুপলম্ভং চ লোকোত্তরং ইতি স্মৃতং,
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞেয়্যং সদা বুদ্ধৈঃ প্রকীর্তিতং।

যেইখানে বস্তু এবং সংজ্ঞা ( উপলম্ভ ) বিদ্যমান, এইরূপ জ্ঞানকে 'লৌকিক জ্ঞান' বলা হয়, যেখানে বস্তু নাই, কিন্তু সংজ্ঞা মাত্র বিদ্যমান, এইরূপ জ্ঞানকে 'শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞান' বলা হয়। যেখানে বস্তু নাই, সংজ্ঞাও নাই, এইরূপ জ্ঞানকে 'লোকোত্তর জ্ঞান' বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞেয়—যাহা সর্বদা বুদ্ধগণ দ্বারা কথিত হইয়াছে।

৮৯ জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ং,
সর্বজ্ঞতা হি সর্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ।

ক্রমশ উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের স্বয়ং বোধ হইয়া গেলে সেই মহাবুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহ জন্মেই সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন।

৯০ হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ান্যগ্রয়ানতঃ,
তেষাং অন্যত্র বিজ্ঞেয়াদ্ উপলম্ভস্ত্রিষু স্মৃতঃ।

যাহা হেয, যাহা জ্ঞেয়, যাহা প্রাপ্য, যাহা পাক্য—এই সকল অগ্রযান ( মহাযান ) দ্বারাই জানা যাইবে। যাহা জ্ঞেয় উহা ব্যতীত শেষ তিনেরই উপলম্ভ ( সংজ্ঞা ) মানা হইয়াছে।

৯১ প্রকৃত্যাকাশবৎ জ্ঞেয়াঃ সর্বধর্মা অনাদযঃ,
বিদ্যতে ন হি নানাত্বং তেষাং ক্বচন কিংচন্।

সমস্ত ধর্ম ( চিত্ত বিষয়, পদার্থ ) অনাদি, উহাকে স্বভাবতই আকাশ সদৃশ জানিবে, উহার কোথাও, কিছুই নানাত্ব নাই।

৯২ আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃতৈব সর্বেধর্মাঃ সুনিশ্চিতাঃ,
যস্যেবং ভবতি ক্ষান্তিঃ সো'মৃতত্বায় কল্পতে।

স্বভাবতই সমস্ত ধর্ম ( চিত্ত বিষয়, পদার্থ ) আদি জ্ঞানেই সুনিশ্চিত। যাহার মতে এইরূপই ( ক্ষান্তি ) শান্তি, তিনিই অমৃতের যোগ্য।

৯৩ আদিশান্তা হ্যনুৎপন্নাঃ প্রকৃতৈব সুনির্বৃতাঃ,
সর্বে ধর্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদং।

যত প্রকার ধর্ম ( চিত্ত বিষয়, পদার্থ ) আছে, তাহারা আদি হইতেই শান্ত, অনুৎপন্ন ; প্রকৃতি দ্বারা সুনির্বৃত্ত সমান, অজ, সমভাবযুক্ত তথা বিশারদ ( নির্ভয় )।

৯৪ বৈশারদ্যং তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা।
ভেদ নিম্নাহ পৃথগ্‌বাদাস্তস্মাৎ তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ।

যে সর্বদা ভেদভাবে বিচরণ করে, উহাতে বৈশারদ্য ( পণ্ডিত ভাব ) নাই। যাহার বাদ পৃথক ভাবের জন্য, তাহারা ভেদভাবের দিকে নমিত হইয়াছে, এই জন্যই তাহাকে দয়ণীয় বলা হইয়াছে।

৯৫ অজে সাম্যে তু যে কেচিৎ ভবিষ্যন্তি সুনিশ্চিতাঃ,
তে হি লোকে মহাজ্ঞানাস্তচ্চ লোকো ন গাহতে।

যে কেহ অজ ( অজন্মা ), সাম্য, ( বিষমতা রহিত ) এবং যাহার সম্বন্ধে লোক সুনিশ্চিত হইতে পারিবে, তিনিই এই সংসারে মহাজ্ঞানী, তাঁহার গতি সামান্য জনের মত হইবে না।

৯৬ অজেষু অজং অসংক্রান্তং ধর্মেষু জ্ঞানং ইষ্যতে,
যত্তো ন ক্রমতে জ্ঞানং অসংগং তেন কীর্তিতং।

ইহা সর্বমান্য সিদ্ধান্ত যে, উৎপত্তি রহিত ধর্ম পর্যন্ত উৎপত্তি রহিত জ্ঞানের সংক্রমন হয় না ; যেহেতু জ্ঞানের সংক্রমন হয় না, সেই হেতু তাহাকে অসংগই বলা হয়।

৯৭ অনুমাত্রে'পি বৈধর্ম্যে জায় মানে'বিপশ্চিতঃ,
অসংগতা সদা নাস্তি কিং উতাবরণচ্যুতিঃ।

অজ্ঞানী ব্যক্তিদের মনে অনুমাত্রও ভেদভাব (বৈধর্ম্য) উৎপন্ন হইলে কখনও অসংগতা (নির্লিপ্ত ভাব) থাকে না, আবরণ চ্যুতির কথাই বা কি?

৯৮ অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ধর্মাঃ প্রকৃতি নির্মলাঃ,
আদৌ বুদ্ধাস্তথা মুক্তা বুদ্ধয়ন্তে ইতি নায়কাঃ।

যতগুলি ধর্ম (চিত্ত-বিষয়, পদার্থ) ইহারা সমস্তই প্রকৃতি পরিশুদ্ধ, কারণ রহিত, প্রথম হইতেই জ্ঞানরূপ, সেই রূপই নির্বাণে—এই কথা বুদ্ধ নায়কগণ জানেন।

৯৯ ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ,
সর্ব ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতৎ বুদ্ধেন ভাষিতং।

যিনি বুদ্ধ, যিনি শিক্ষক, তদনুরূপ জ্ঞান ধর্ম (চিত্ত বিষয়, পদার্থ) সমূহ পর্যন্ত সংক্রমন করে না। সমস্ত ধর্ম (সংস্কৃত ও অসংস্কৃত) তথা জ্ঞান; ইহারা বুদ্ধেরও বাণীর বিষয় নহে। অর্থাৎ ইহারা স্বানুভবেরই বিষয়।

১০০ দুর্দশং অতিগম্ভীরং অজং শাম্যং বিশারদং,
বুদ্ধং বা পদং অনানাত্বং নমস্কুর্মো যথাবলং।

এই পদ প্রাপ্ত করিয়া যিনি দুর্দশ, অতিগম্ভীর, অজ, শাম্য (বিষমতা রহিত), বিশারদ (নির্ভয়তা যুক্ত), এবং যিনি নানাত্ব বিহীন হইয়াছেন, আমি সেই বুদ্ধ তথাগত বা তৎপদকে যথাশক্তি নমস্কার করিতেছি।

গৌড় পাদীয় আগম শাস্ত্রের 'অলাত-শান্তি' নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

# মাণ্ডুক্য-উপনিষদ

( ১ )

ওঁ ইত্যেতদ্ অক্ষরং ইদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্বং ওঁকার এব। যচ্চান্যদ্ ত্রিকালাতীতং তদ্ অপ্যোংকার এব।

ওঁ ইহা অক্ষর, ইহা সমস্ত, উহারই উপাখ্যান। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ইহা সমস্ত ওঁকারই। যাহা ত্রিকালাতীত, তাহা সমস্ত ওঁকারই।

( ২ )

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়ং আত্মা ব্রহ্ম সো'য়ং আত্মা চতুষ্পাদ।

ইহা সমস্ত ব্রহ্ম, আত্মা ব্রহ্ম, এই আত্মা চতুষ্পদ।

( ৩ )

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গো একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

প্রথম পাদ 'বৈশ্বানর' জাগ্রতাবস্থায় ক্রিয়াশীল, বহিপ্র'জ্ঞ, সপ্তাঙ্গ উনবিংশতিমুখ স্থূলভোগী।

( ৪ )

স্বপ্নস্থানোন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্ত-ভুক তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

দ্বিতীয় পাদ 'তৈজস' স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল অন্তঃপ্রাজ্ঞ সপ্তাঙ্গ উনবিংশতিমুখ, সূক্ষ্মভোগী।

( ৫ )

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তত সুষুপ্তং সুষুপ্তস্থান একিভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যখন নিদ্রিতাবস্থায় (লোক) কোন কামনা করে না এবং স্বপ্নও দেখে না, তাহা সুষুপ্তি অবস্থা।

তৃতীয় পাদ 'প্রজ্ঞা'। উহা সুষুপ্তিতে স্থিত থাকে, উহা একীভূত, উহা প্রজ্ঞানঘন, উহা আনন্দময়, উহা আনন্দভোগী, উহাই চিত্তমুখ।

( ৬ )

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষো'ন্তর্যাম্য এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যযৌ হি ভূতানাং।

ইহাই সর্বেশ্বর, ইহাই সর্বজ্ঞ, ইহাই অন্তর্যামী, ইহাই সমস্তের যোনী (মূল) ইহাই প্রাণীগণের উৎপত্তি ও বিনাশ।

( ৭ )

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং অদৃষ্টং অব্যবহার্যং অগ্রাহ্যং অলক্ষণং অচিন্ত্যং অব্যপদেশ্যং একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপসমম্ শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

ন অন্ত প্রজ্ঞা, ন বহি প্রজ্ঞা, ন উভয় প্রজ্ঞা, ন প্রজ্ঞানঘন ন প্রজ্ঞা, ন অপ্রজ্ঞা, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য (অপরিভাষ্য), একাত্মভাবের সার, প্রপঞ্চ (বাণীদ্বারা অভিব্যক্ত) এর উপসম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত ; ইহা চতুর্থপাদ মানা যায়। উহাই আত্মা, উহাই বিজ্ঞেয়।

( ৮ )

সো'য়ং আত্মা'ধ্যক্ষরং ওঁকারো'ধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি।

উহাই এই আত্মা অক্ষর তথা মাত্রার দৃষ্টিতে ওঁকার। পাদ মাত্রা এবং মাত্রাই পাদ, যথা অকার, উকার এবং মকার।

( ৯ )

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো'কারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তের্আদিমত্বাদ্ বাপ্নোতি হ বৈ সর্বান্‌কামান্ আদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ।

জাগ্রতাবস্থাতে (ক্রিয়াশীল) বৈশ্বানর প্রথম মাত্রা 'অ' হয়, আপ্তি (প্রাপ্তি)র কারণ অথবা প্রথম হওয়ার কারণ। যিনি ইহা জানেন, উহার সমস্ত কামনা পূরা এবং প্রথম হয়।

( ১০ )

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোউৎকর্ষাদ্ অভয়ত্বাদ্ বোৎকর্ষতীহ বৈজ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ।

স্বপ্নাবস্থাতে (ক্রিয়াশীল) 'তৈজস' দ্বিতীয় মাত্রা 'উ' হয়, উৎকর্ষের কারণ অথবা দুইয়ের মধ্যস্থ হওয়ার দরুণ। নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সন্ততির উৎকর্ষ অথবা সমান হয়, যিনি ইহা জানেন, উহার জন্ম অব্রহ্মবিদ্ কুলে হয় না।

( ১১ )

সুষুপ্তাবস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতের্অপী-তের্বামিনোতি হৈ বা ইদং সর্বং অপীতিশ্চ ভবন্তি য এবং বেদ।

সুষুপ্তাবস্থায় (ক্রিয়াশীল) 'প্রজ্ঞা' তৃতীয় মাত্রা 'ম' হয়, মাপিবার কারণ তথা নীচে যাওয়ার কারণ। যিনি ইহা জানেন, তিনি ইহা সমস্ত মাপেন এবং উহাতে লয় হইয়া যান।

( ১২ )

অমাত্রশ্চতুর্থো'ব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবো'দ্বৈত এবং ওঁকার আত্মৈব। সংবিশত্য আত্মনাত্মানং য এবং বেদ।

চতুর্থ পাদ অমাত্র, অব্যবহার্য, বাণীর (অভিব্যক্তি) শমন স্বরূপ, শিব, অদ্বৈত। এইরূপ ওঁকারই আত্মা। যিনি ইহা জানেন, তিনি 'আত্মা' হইতে 'আত্মা'তে প্রবিষ্ট হন।

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষদ সমাপ্ত

---

# আগমশাস্ত্র-কারিকাসূচী


অকল্পকং অজং জ্ঞানং ২৪
অকারো নয়তে বিশ্বং ৬
অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং ২৪
অজং অনিদ্রং অস্বপ্নং ৪৪
অজ কল্পিত সংবৃত্যা ৪৩
অজাতং জায়তে যস্মাৎ ৩৪
অজাত বৈ জায়তে যস্যং ৩০
অজাতস্যৈব ধর্মস্য ২৯
অজাতস্যৈব ভাবস্য ২১
অজাতেস্ত্রস্তাং তেষাং ৩৬
অজেষু অজং অসংক্রান্তং ৪৭
অজে সাম্যে তু যে কেচিৎ ৪৭
অতো বক্ষ্যামি অকারপণ্যং ১৭
অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য ৮
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং ২৩
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং ৪১
অদ্বৈতং পরমার্থো হি ২০
অনাদি মায়য়া সুপ্তো ৪
অনাদেঅ'স্তবত্বং চ ৩৪
অনিমিত্তস্য চিত্তস্য ৪৩
অনিশ্চিতা যথারজ্জুঃ ১১
অনুমাত্রে'পি বৈধর্ম্যে ৪৭
অন্তঃস্থানাং তু ভেদানাং ৮
অন্যথা গ্রহণতঃ স্বপ্নো ৪
অপূর্বঃ স্থানি ধর্মাহি ৯
অবস্তুবনুপলম্ভং চ ৪৬
অব্যক্তা এব যে অন্তস্ত ১১
অভাবশ্চ রথাদীনাং ৮
অভূতাভিনিবেষো'স্তি ৪৩
অভূতাভিনিবেষাদ্হি ৪৪
অমাত্রো'নন্ত মাত্রশ্চ ৭
অলব্ধাবরণাঃ সর্বে ৪৮
অলাতে স্পন্দমানে বৈ ৩৮
অশক্তিঅ'পরিজ্ঞানং ৩২
অসজ্জাগরিতে দৃষ্টবা ৩৫
অসতো মায়য়া জন্ম ২৩
অস্তি নাস্ত্যাস্তি নাস্তীতি ৪৫
অস্পন্দমানং অলাতং ৩৮
অস্পর্শ যোগো নামৈষা ২৫
অস্পর্শ যোগো' বৈ নাম ২৮
আত্ম সত্যানুবোধেন ২৩
আত্মাহ্যাকাশ বজ্জীবৈঃ ১৭
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি ৯
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি ৩৪

| | | | |
|---|---|---|---|
| আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃতৈব | ৪৬ | গ্রহণাজ্জাগরিত্বাত | ৩৫ |
| আদিশান্তাহ্যানুৎপন্না | ৪৭ | গ্রহো ন তত্রনোৎসর্গঃ | ২৫ |
| আশ্রমাস্ত্রিবিধা | ২০ | ঘটাদিস্থ প্রলীনেষু | ১৭ |
| ইচ্ছামাত্রং প্রভো সৃষ্টি | ২ | চরং জাগরিতে জাগ্রদ্ | ৪১ |
| উৎপাদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ | ৩৬ | চিত্তকালশ্চ যেস্তস্ত | ১০ |
| উৎসেক উদধের্যদ্বদ্ | ২৫ | চিত্তং ন সংস্পর্শত্যর্থং | ৩৩ |
| উপলম্ভাৎ সমাচারান্ | ৩৭ | চিত্তস্পন্দিতং এবেদং | ৪২ |
| উপলম্ভাৎ সমাচারাৎ | ৩৬ | জরামরণ নির্মুক্তাঃ | ৩০ |
| উপায়েন নিগৃহ্ণীয়াদ্ | ২৫ | জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে | ৪১ |
| উপাসনাশ্রিতো ধর্মো | ১৭ | জাগৃৎ বৃত্তাবপিত্ব | ১০ |
| উভয়োপি বৈথত্যং | ১০ | জাত্যাভাসং চলাভাসং | ৩৭ |
| উভেহ্যন্যোন্য দৃশ্যেতে | ৪২ | জীবং কল্পয়তে পূর্বং | ১১ |
| ঋজুবক্রাদিকাভাসং | ৩৭ | জীবাত্মনোঅ' নান্যত্বং | ১৯ |
| এবং ন চিত্তজাধর্মাঃ | ৩৯ | জীবাত্মানো পৃথকত্বং | ১৯ |
| এবং ন জায়তে চিত্তং | ৩৭ | জ্ঞানে চ ত্রিবিধেজ্ঞেয়ে | ৪৬ |
| এসৈঅ'বো' পৃথগ্‌ভাবৈঃ | ১৪ | জ্ঞানেনাকাশকল্পেন | ২৮ |
| ওঁকারং পাদসো বিদ্যাৎ | ৬ | তত্ত্বং আধ্যাত্মিকং দৃষ্টবা | ১৬ |
| কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানং | ১০ | তস্মাৎ এবং বিদিত্বৈনং | ১৫ |
| কার্যকারণবদ্ধৌ তাব | ৩ | তস্মান্ন জায়তে চিত্তং | ৩৩ |
| কারণং যস্য বৈ কার্যং | ৩০ | তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞান | ৫ |
| কারণাৎ যদ্ অনন্যত্বং | ৩০ | ত্রিষুধামসু যদ্ ভোজ্যং | ২ |
| কাল ইতি কালবিদো | ১৩ | ত্রিষুধামসু যস্তল্যং | ৫ |
| কোটয়শ্চতস্রেতাস্তু | ৪৫ | দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো | ১ |
| ক্রমতে নহি বুদ্ধস্য | ৪৮ | দুঃখং সর্বং অনুস্মৃত্য | ২৬ |
| খ্যাপ্যমানং অজাতিং তৈঃ | ২৯ | দুর্দশং অতিগম্ভীরং | ৪৮ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধুজ্ঞানে | ১৯ | পঞ্চবিংশক ইত্যেকে | ১৩ |
| দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং | ৪ | পাদাতি পাদবিদো | ১২ |
| দ্রব্যং দ্রব্যস্য হেতুঃ স্যাৎ | ৩৯ | পূর্বাপরাপরিজ্ঞানং | ৩২ |
| ধর্মা যেতি জায়ন্তে | ৪০ | প্রকৃত্যাকাশবৎজ্ঞেয়াঃ | ৪৬ |
| ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ | ৪২ | প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং | ৩২ |
| ন কশ্চিজ্জায়তেজীবঃ | ২৭ | প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বং | ৩৩ |
| ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ | ১৪ | প্রণবোহ্যপরং ব্রহ্ম | ৬ |
| ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং | ২১ | প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ | ৭ |
| ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং | ২৯ | প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত | ৪ |
| ন নির্গতাস্তে বিজ্ঞানাৎ | ৩৮ | প্রভবঃ সর্বভূতানাং | ২ |
| ন নির্মাতা অলাতাৎ | ৩৮ | প্রাণাতি প্রাণবিদো | ১২ |
| ন যুক্তং দর্শনং গত্বা | ৩৫ | প্রাণাদিভির্অনন্তৈস্তু | ১১ |
| নাকাশস্য ঘটাকাশো | ১৮ | প্রাপ্যসর্বজ্ঞতাং কৃৎস্না | ৪৫ |
| নাজেষু সর্বধর্মেষু | ৪০ | ফলাৎ উৎপদ্যমানঃ সন্ | ৩১ |
| নাত্মানং ন পরাংশ্চৈব | ৩ | বহিষ্প্রজ্ঞো বিভূবিশ্ব | ১ |
| নান্যভাবেন নানেদং | ১৫ | বিকরোত্যপরান্ ভাবান্ | ১০ |
| নাস্বাদয়ে সুখং তত্র | ২৬ | বিকল্পো বিনিবর্তেত | ৫ |
| নাস্ত্যসৎ হেতুকং অসৎ | ৩৬ | বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ | ৩৮ |
| নিগৃহীতস্য মনসো | ২৪ | বিপর্যাসাৎ যথাজাগ্রত | ৩৬ |
| নিমিত্তং ন সদা চিত্তং | ৩৩ | বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেষ | ৪৫ |
| নিবৃত্তেঃ সর্বদুঃখানাং | ৩ | বিভূতিং প্রসবং ত্বন্যে | ২ |
| নিবৃত্তস্যাপ্রবৃত্তস্য | ৪৪ | বিশ্বস্যাত্মবিবক্ষায়াং | ৫ |
| নিস্তুতি নির্নমস্কারো | ১৫ | বিশ্বো হি স্থূলভুঃ নিত্যং | ১ |
| নেহ নানেতি চাত্মায়াদ্ | ২২ | বীজাঙ্কুরাখ্যো দৃষ্টান্তঃ | ৩২ |
| নিশ্চিতায়াং যথারজ্জ্বাং | ১১ | বীতরাগভয়ক্রোধৈঃ | ১৫ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| বুদ্ধবা'নিমিত্ততাং সত্যাং | ৪৪ | যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে | ১৮ |
| বেদাতি বেদবিদো | ১২ | যদা ন লভতে হেতুন | ৪৩ |
| বৈতথ্যং সর্বভাবানাং | ৮ | যদা ন লীয়তে চিত্তং | ২৬ |
| বৈশারদ্যং তু বৈ নাস্তি | ৪৭ | যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ | ৩১ |
| ভাবৈর্অসদ্ভিরেবায়ং | ১৫ | যাবৎ হেতু ফলাবেশঃ | ৩৯ |
| ভূততো'ভূততো বাপি | ২১ | যাবৎ হেতু ফলাবেশঃ | ৩৯ |
| ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদ্ | ২৮ | যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ | ৬ |
| ভূতস্য জাতিং ইচ্ছন্তি | ২৮ | যো'স্তি কল্পিত সংবৃত্যা | ৪৩ |
| ভোগার্থং সৃষ্টি ইত্যন্যে | ৩ | রসাদয়ো হি যে কোষা | ১৯ |
| মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য | ৫ | রূপাকার্য সমাখ্যাশ্চ | ১৮ |
| মনসো নিগ্রহায়ত্তং | ২৫ | লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং | ২৬ |
| মনো ইতি মনোবিদো | ১৩ | লীয়তে হি সুষুপ্তেতং | ২৪ |
| মনোদৃশ্যং ইদং দ্বৈতং | ২৩ | লোকাল্লোকবিদঃ প্রাহুঃ | ১৩ |
| মরণে সম্ভবে চৈব | ১৮ | স এষ নেতি নেতীতি | ২২ |
| মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতৎ | ২১ | সংবৃত্যা জায়তে সর্বং | ৪০ |
| মিত্রাদ্যৈঃ সহসম্মত্রয় | ৩৫ | সঞ্জাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্বে | ১৯ |
| মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ | ২০ | সতোহি মায়য়া জন্ম | ২২ |
| যং ভাবং দর্শয়েদ্ যস্য | ১৪ | সপ্রয়োজনতা তেষাং | ৯ |
| যথা নির্মিতকো জীবো | ৪২ | সপ্রয়োজনতা তেষাং | ৩৪ |
| যথা ভবতি বালানং | ১৮ | স বস্তু সোপলম্ভং চ | ৪৫ |
| যথা মায়াময়ো জীবো | ৪২ | সর্বস্য প্রণবো হ্যাদি | ৬ |
| যথা মায়াময়াদ্ বীজাৎ | ৪০ | সর্বাভিলাপ বিগতঃ | ২৪ |
| যথা স্বপ্নময়ো জীবো | ৪২ | সর্বেধর্মা মৃষা স্বপ্নে | ৩৪ |
| যথা স্বপ্নে দয়াভাসং | ৪০ | সম্ভবে হেতু ফলয়ো | ৩১ |
| যথা স্বপ্নে দয়াভাসং | ২৩ | সম্ভূতেঅপবাদাচ্চ | ২২ |

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী ২৯
স্বয়ং আবয়তে নিত্যং ৪৪
সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদঃ ১২
সৃষ্টি ইতি সৃষ্টিবিদো ১৪
স্থূলং তরপয়তে বিশ্বং ২
স্বতো বা পরতো বাপি ৩২
স্বপ্নজাগরিতে স্থানে ৯
স্বপ্নদৃক্ চিত্ত দৃশ্যান্তে ৪১
স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে ৪১
স্বপ্ন নিদ্রাযুতাবাস্থৌ ৪
স্বপ্নমায়ে যথাদৃষ্টে ১৪
স্বপ্নবৃত্তাবপিত্ব অন্তঃ ৯
স্বপ্নে চাবস্তুকঃ কায়ঃ ৩৫
স্বভাবেনামৃতো যস্য ২১
স্বভাবেনামৃতো যস্য ২৯
স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থাসু ২০
স্বস্থং শান্তং সনির্বাণং ২৭
হেতুর্নজায়তে নাদি ৩২
হেতোআ'দিং ফলং যেষাং ৩১
হেতোআ'দিং ফলং যেষাং ৩১
হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি ৪৬